The mission agency of
Mennonite Church USA

Missio Dei

পৃথিবীতে ঈশ্বরের কাজের অনুসন্ধান

একজন অ্যানাব্যপটিষ্ট খ্রীষ্টান কি?

২০টির
চেয়ে বেশী
ভাষায় অনুবাদ হয়েছে
২৫,০০০ এর বেশী
কপি স্থাপন হয়েছে।

By Palmer Becker
Steve and Sheryl Martin
Series editor James R. Krabill

James R. Krabill, series editor
Missio Dei #18

Missio**Dei**

আজকের জগতে ঈশ্বরের মিশনের বিষয়ে প্রতিফলন এবং কথোপকথন আমন্ত্রণ জানাতে মেনোনাইট মিশন নেটওয়ার্ক দ্বারা Missio Dei প্রকাশিত হয়েছে। সিরিজের মধ্যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্যসূচক বিষয় প্রাথমিকভাবে মিশনের করণীয় কাজের বাইবেল সম্পর্কিত এবং ধর্মতাত্ত্বিক ভিত্তিগুলির উপর দৃষ্টিপাত করে। অন্যান্যগুলির পরিচর্য্যা কাজের ঘটনা বিবৃতি অথবা খ্রীষ্টের আহ্বানের প্রতি বিশ্বস্ত হতে চেষ্টা করার ব্যক্তিগত কাহিনীগুলি প্রতিস্থাপিত করে। ভবিষ্যত দৃশ্যগুলি করণীয় কাজের উদ্দীপনা এবং অঙ্গীকারের প্রতিফলকের প্রতিনিধিত্ব করে ঃ যা হ'ল "পথ জুড়ে বাজারের সর্বত্র এবং সারা পৃথিবীতে" যীশু খ্রীষ্টের সমগ্র সুসমচারটি কথায় ঘোষনা করা এবং জীবনে প্রদর্শন করা।

কার্যর্নিবাহী পরিচালক/সি ইও	ঃ	ষ্ট্যানলি ডব্লিউ গ্রীন
সম্পাদক	ঃ	যেমস আর ক্রাবিল
সম্পাদকীয় বিষয়বস্তু	ঃ	ক্যারেন হ্যালিস রিচি
নকশা	ঃ	ডেভিড ফাষ্ট
মন্ত্রনাদায়ী সম্পাদক	ঃ	পৌলা কিলোফ

নেনোনাইট মিশন নেটওয়ার্ক, পোষ্ট বক্স ৩৭০, এলকহার্ট, দ্বারা ২০০৮ সালে (c) কপিরাইট করা, I N 46515-0370। এক জন অ্যানাব্যাপটিষ্ট খ্রীষ্টান কি?, পামার বেকার। ২০১০ সালে, সংশোধিত সংস্করণ ২০১৩ সালে, সংশোধিত মলাটের সাথে, তৃতীয় মুদ্রণ। চতুর্থ মুদ্রণ, ২০১৫ সাল।

মেনোনাইট মিশন নেটওয়ার্ক, যা ইউ এস এর মেনোনাইট মন্ডলীর মিশন এজেন্সি, তা এক ভগ্ন জগতে যীশু খ্রীষ্টের সামগ্রিক সাক্ষী হতে অংশাগ্রহন করতে মন্ডলীকে চালনা, গতিশীল এবং সজ্জিত করতে অস্তিত্ব রাখে। এলকহার্ট, ইনডিয়ানা, এবং নিউটন, ক্যানসাস-এ কার্য্যালয় থেকে, মেনোনাইট মিশন নেটওয়ার্ক ৫৮ টির চেয়ে বেশী দেশে পরিচর্য্যায় সাহায্য করে।

মেনোনাইট মিশন নেটওয়ার্ক মন্ডলীর জন্য প্রাসঙ্গিক সম্পদগুলি যুগিয়ে দিতে এক মাধ্যম হিসাবে অঙ্গীকারবদ্ধ। Missio Dei এমন একটা সম্পদ, যা ২১ তম শতাব্দীর প্রসঙ্গগুলিতে ঈশ্বরের কাজের বিষয়ে প্রতিফলিত এবং কথোপকথন করতে আমন্ত্রণ জানায়। এটা প্রায় ১০০০ পালক এবং সাধারণ নেতা গ্রাহকদের বিনামূল্যে দিয়ে থাকে। অতিরিক্ত কপি প্রতিটা ৩.৯৫ ডলারে অথবা পরিমাণে ১০০টার বেশী কপি প্রতিটা ২.৯৫ ডলারে কেনা যেতে পারে।

ISBN 1-933845-30-9

Missio Dei তে প্রকাশিত বিষয়গুলি লিখিত অনুমতি ছাড়া পুনর্মুদ্রিত বা পুনঃপ্রকাশ করা যাবে না।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে মুদ্রিত।

অ্যানাব্যপটিষ্ট খ্রীষ্টান কি ?

পামার বেকার

ভূমিকা

বিশ্বাস ও জীবনের উপর অ্যানাব্যপটিষ্ট পরিপ্রেক্ষিতে একজন খ্রীষ্টানের খ্রীষ্টিয় যুগের একেবারে শুরু থেকেই অস্তিত্ব রয়েছে। এমন কি আজও, মন্ডলীগুলির প্রায় প্রতিটি দল এবং সম্ভবত প্রায় প্রতিটি উপাসক মন্ডলীতে লোকেরা আছে যাদের খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের যে বোধশক্তি আছে তা তাদেরই মত যারা অ্যানাব্যপটিষ্টের বিশ্বাসটি ধরে রেখেছে। অ্যানাব্যপটিষ্ট খ্রীষ্টান হওয়ার একটি পথ। ঠিক যেমন অ্যাংলিকান, ব্যপটিষ্ট এবং লুথারেন খ্রীষ্টান আছে, তেমনই অ্যানাব্যপটিষ্ট খ্রীষ্টানও আছে।

"অ্যানাব্যপটিষ্ট" একটা আবিস্কার করা নাম যার অর্থ "পুন-দীক্ষিত"। এটা ১৬ শতাব্দীর খ্রীষ্টানদের দেওয়া হয়েছিল যারা শিশু বাপ্তিস্মে কম মূল্য দেখেছিল এবং, সেজন্য, বিশ্বাসের স্বীকারোক্তির উপর একজন প্রাপ্তবয়স্ক হিসাবে পরস্পরকে বাপ্তিস্ম দিয়েছিল। এই অ্যানাব্যপটিষ্ট খ্রীষ্টানেরা বর্তমান মেনোনাইট খ্রীষ্টান এবং স্বাধীন মন্ডলী প্রথায় অন্য অনেকের অগ্রদূত।

অ্যানাব্যপটিষ্ট/মেনোনাইট খ্রীষ্টানরা অন্যান্য বিশ্বাসীদের সাথে অনেক বিশ্বাস সাধারণে ধরে রাখে। তারা বিশ্বাস করে তিনে এক ঈশ্বরে যিনি পবিত্র এবং দয়াবান উভয়ই, অনুতাপ এবং বিশ্বাসের মাধ্যমে অনুগ্রহ দ্বারা পরিত্রাণে, যীশুর মানবত্বে এবং ঐশরিকতায়, শাস্ত্রের অনুপ্রেরণায় এবং কর্তৃত্বে, পবিত্র আত্মার ক্ষমতায়, এবং খ্রীষ্টের দেহ হিসাবে মন্ডলীতে। কিন্তু তারা প্রায়ই অন্যদের চেয়ে কিছু আলাদাভাবে তাদের দৃঢ় বিশ্বাসগুলি ধরে রাখে।

অ্যানাব্যপটিষ্ট কোন কোন সময় প্রোটেষ্টান্ট ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের চরমপন্থী হিসাবে চিহ্নিত হয়। তারা সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উত্তোলনের সময় উঠেছিল এবং মার্টিন লুথার, আলরিচ জুইংলি এবং জন ক্যালভিনের ছারা শুরু করা ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনটি আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে অভিপ্রায় করেছিল। অ্যানাব্যপটিষ্ট ধারনার খ্রীষ্টানরা সাড়া ইতিহাস জুড়ে দৈনন্দিন জীবনে যীশুকে অনুসরণ করা, খ্রীষ্ট-কেন্দ্রিক সম্প্রদায়ে পরস্পরের সাথে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া, এবং অহিংস উপায়ে সংঘর্ষের উপর জয়লাভ করতে অণ্বেষণ করার উপর অত্যন্ত জোর দিয়েছে। আপনি কি অ্যানাব্যপটিষ্ট ধারনা নিয়ে একজন খ্রীষ্টান?

মূল ধর্মসংস্কার আন্দোলনকারীরা আমাদের এই পরিস্কার বোধশক্তির কাছে এনেছে যে পরিত্রাণ কেবল অনুগ্রহ দ্বারা বিশ্বাসের মাধ্যমে আসে, কিন্তু অনেকভাবে তারা কাঠামো এবং চিন্তাধারার কাছে নিজেদের সীমিত করেছে যা চতুর্থ এবং পঞ্চম শতাব্দীতে কনষ্টানটাইন এবং অগাষ্টিন দ্বারা গতিটা শক্ত ভাবে স্থির করা হয়েছিল। মেনোনাইট খ্রীষ্টানরাও মাঝে মাঝে শুধুমাত্র সেই খোঁজাটি চালিয়ে যাবার দ্বারা নিজেদের সীমাবদ্ধ করেছিল যা মেনো সাইমন এবং ১৬ শতাব্দীর অ্যানাব্যপটিষ্ট দ্বারা শুরু করা হয়েছিল। আমরা সকলে বিভিন্ন উদ্দীপনামূলক আন্দোলনগুলি থেকে শিখতে পারি সেই সময়ে এবং সেই সংস্কারে একজন খ্রীষ্টান হওয়ার অর্থ কি। শেষ পর্যন্ত, আমাদের সকলের যীশুর কাছে ফিরে যাওয়া প্রয়োজন, যিনি আমাদের বিশ্বাসের গ্রন্থকার ও প্রতিষ্ঠাতা, যেন আমাদের সময়ে খ্রীষ্টান হওয়ার অর্থ কি তার ভিত্তি খুঁজে পাই।

খ্রীষ্টধর্মে সমস্যাটি অবশ্যম্ভাবীরূপে তার অনেক সম্প্রদায় নয়, কিন্তু বরং পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে জানতে তার অংশের দ্বিধা। অ্যানাব্যপটিষ্ট খ্রীষ্টানদের অন্য সংস্কৃতি এবং রীতিগুলির কাছ থেকে সেই বিষয়গুলিতে অনেককিছু শেখার আছে যেমন ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব এবং অনুগ্রহ, বিশ্বাস সূত্রের গুরুত্ব, এবং বৃহৎ সমাজে অংশগ্রহণ করার আদর্শ। অন্যান্য পটভূমিকার খ্রীষ্টানদেরও হয়ত অ্যানাব্যপটিষ্ট রীতি থেকে অনেককিছু শেখার থাকতে পারে সেই ক্ষেত্রগুলিতে যেমন দৈনন্দিন জীবনে যীশুকে অনুসরণ করা, খ্রীষ্ট কেন্দ্রিক নৈতিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করা, এবং দৈনন্দিন জীবনে খ্রীষ্টের প্রভুত্বকে প্রাধান্য দেওয়া।

খ্রীষ্টের দেহ অনেক অংশগুলি নিয়ে এক। দেহের মধ্যে এক দল যদি অপূর্ব দান এবং দৃষ্টিশক্তি হারায়, তবে তার লবণ যদি তা স্বাদ হারায় তার মত হবে। জ্যাক ট্রাউট, তাঁর বই, *"ডিফারেনসিয়েট অর ডাই"* বইটিতে বলেছেন, "কোন একটা প্রতিষ্ঠানের যদি দেবার মত অপূর্ব কোন জিনিস না থাকে, তবে তা মারা যাবে"[1]। অ্যানাব্যপটিষ্ট খ্রীষ্টানদের দেবার জন্য কি জীবনদায়ী অন্তর্দৃষ্টি আছে, এবং পাওয়ার জন্য তাদের কাছে কি আছে?

অনুষ্ঠান এবং লক্ষ্য যদিও পরিবর্তন হয়, মূল অপূর্ব মূল্যবোধ যা একটা প্রতিষ্ঠান ঘটাতে নিয়ে আসে সেগুলি কোন কোন সময় "পবিত্র" বলা হয় এবং তা পরিবর্তন করা উচিত নয়।[2] অ্যানাব্যপটিষ্ট খ্রীষ্টানদের "পবিত্র" মূল নীতি কি কি? এই পুস্তিকাটি তিনটি মূল বক্তব্যের আকারে সেগুলি ব্যাখ্যা করবে। সেগুলি হ'ল ঃ

১। ***যীশু* আমাদের বিশ্বাসের কেন্দ্র।**

২। **সমাজ আমাদের জীবনযাপনের *কেন্দ্র*।**

৩। **পুনর্মিলন আমাদের কাজের কেন্দ্র।**

অ্যানাব্যপটিষ্ট মতবাদ থেকে একজন খ্রীষ্টান হওয়া হল যীশুতে *বিশ্বাস,* সমাজে *অন্তর্ভূক্তি,* এবং *পুনর্মিলনের* পথে *আচরণের* এক সংমিশ্রণ[3]। কোন কোন জিনিস যার জন্য অ্যানাব্যপটিষ্ট জীবনধারণ করত এবং প্রাণ দিয়েছিল সেসব এখন বেশীরভাগ খ্রীষ্টানদের দ্বারা গ্রহণ করা হয়েছে এবং মেনে নেওয়া হয়েছে। অন্যান্য প্রথা এবং শিক্ষাগুলি এখন হয়ত প্রতিযোগিতামূলক অথবা হতবুদ্ধিকর হতে পারে। কিন্তু উত্তরোত্তর মানুষরা অ্যানাব্যপটিষ্ট বিশ্বাসের বোধশক্তি এবং প্রথা খুব সাহায্যকারী বলে মনে করছে যখন তারা আমাদের জগতে বিশ্বস্তভাবে যীশুকে অনুসরণ করতে অন্বেষণ করে।

এই পুস্তকটিতে প্রকাশিত তিনটি নীতি যা *দ্য অ্যানাব্যপটিষ্ট ভিশিয়নের* আধুনিক যুগের ব্যাখ্যা, যা আমেরিকান সোসাইটি অব চার্চ-এর সে সময়কার সভাপতি হ্যারল্ড এস বেন্ডার দ্বারা ১৯৪৩ সালে তৈরী এক অতি পরিচিত বক্তব্য।[4] বেন্ডার শাস্ত্র এবং অ্যানাব্যপটিষ্ট ইতিহাসে তাঁর বোধশক্তি থেকে তা ব্যাখ্যা করেছিলেন ঃ

১। খ্রীষ্টধর্ম হল *শিষ্যত্ব*। তা হল প্রতিদিনের জীবনে যীশুকে অনুসরণ করা।
২। মন্ডলী হল *ভ্রাতৃত্ব বা পরিবার*। সদস্যরা কেবলমাত্র যে খ্রীষ্টের কাছে নিজেদের সমর্পণ করে তা নয়, কিন্তু ব্যাক্তিগত এবং স্বেচ্ছাকৃতভাবেও পরস্পরের কাছে সমর্পিত হয়।
৩। যীশুর অনুসরণকারীদের কাছে *ভালবাসা এবং অপ্রতিরোধ শক্তির এক নৈতিক নিয়মাবলী* আছে। পরিবর্তিত ব্যক্তিগণ হিসাবে, তারা পুনর্মিলনকারী হতে অন্বেষণ করে যারা দাঙ্গাহাঙ্গামা এবং যুদ্ধে নিয়োজিত হওয়া প্রত্যাখান করো।

এই মূল নীতিগুলির বহুবিধ শুরু ছিল। এই পুস্তিকাটি বর্ণনা করবে কিভাবে সেগুলি ইতিহাসে উন্নতি লাভ করেছিল, এবং কিভাবে সেগুলি আজকের জগতে প্রয়োগ করে সেবিষয়ে পরামর্শ দেয়। এরপর তা আলোচনার জন্য প্রশ্ন দিয়ে বৈষম্যমূলক বক্তব্যগুলিতে সেগুলি উপস্থাপিত করে। আমি সহজে চিনতে পারি যে আমি আদি অ্যানাব্যপটিষ্টদের ইতিবাচক অবদানগুলিতে জোর দিয়েছি এবং নেতিবাচকগুলি কমিয়ে দিয়েছি। এখানে আমার উদ্দেশ্য উৎসুক ব্যাক্তিকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে সুযোগ দেওয়া এবং প্রশ্নটিতে সাড়া দেওয়া, "একজন আদর্শ অ্যানাব্যপটিষ্ট খ্রীষ্টান দেখতে কেমন"?

পেসিফিক সাউথওয়েষ্ট মেনোনাইট কনফারেন্স-এর জন্য পূর্ববর্তী কনফারেন্স পরিচারক, জেফ রাইটের প্রতি আমি আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, যিনি এই কাজটির জন্য কল্পনাটির স্ফুলিঙ্গ তুলেছিলেন। আমি ধর্মতাত্বিকভাবে নানারকম দলের লোকেদের জন্যও কৃতজ্ঞ, যাদের মধ্যে আছেন আমার আত্মীয়, থিয়োডর এ ওয়েদারস; আমার সুক্ষ্মদৃষ্টিপূর্ণ স্ত্রী, আরডিস; আরও মাইরন অগসবারগার; ডেভিড মার্টিন; জন রথ; জেমস রিইমার; অ্যান্ড্রি গিংগরিচ ষ্টোনার; অ্যালান ক্রিইডার; মার্লিন ক্রফ; জন রেমপেল; ডেভিড ফ্রিমার; নিয়েল ব্লা; এবং জেমস ক্রাবিল, যিনি এই কাজটির বিভিন্ন খসড়াটি উদ্দীপনাসহকারে বিশ্লেষণ করেছিলেন। আমি, তবে, এই পুস্তিকার শেষ বিষয়বস্তুটির জন্য, সম্পূর্ণ ব্যাক্তিগত দায়িত্ব গ্রহণ করি, জেনে নিই যে অনেক খ্রীষ্টানরা অবস্থানগুলির মধ্যে কোথাও নিজেদের খুঁজে পাবে যা আমি এখানে বর্ণনা করতে চেষ্টা করেছি।

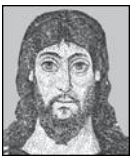

মূল নীতি # ১ ঃ যীশু আমাদের বিশ্বাসের কেন্দ্র

প্রায় ৩০ সি ই তে একদল শিষ্যকে একসাথে জড় করে যীশু তাঁর পরিচর্যা শুরু করেছিলেন। তিন বছর ধরে এই শিষ্যরা যীশুর সাথে একসাথে বাস করেছিল, খেয়েছিল এবং কাজ করেছিল। তারা লক্ষ্য করেছিল কিভাবে তিনি গরীবদের জন্য চিন্তা করতেন, যারা অসুস্থ ছিল তাদের সুস্থ করেছিলেন, অন্ধকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন, পাপীদের ক্ষমা করেছিলেন, এবং বিশাল জনতাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। পরিচর্য্যার এই বছরগুলিতে, এবং তাঁর পুনরুত্থানের পর দিনগুলিতেও, যীশু তাদের বিশ্বাস এবং জীবনের কেন্দ্র হয়েছিলেন। তারা তাদের সময়কার শিক্ষক, পরিত্রাতা এবং প্রভুর তুলনায় তাঁকেই তাদের মহান শিক্ষক, ত্রাণকর্তা এবং মহান প্রভু হিসাবে *বিশ্বাস* করেছে।

এই প্রথম শিষ্যদের কাছে একজন বিশ্বাসী বা আরাধনাকারী হওয়া অপেক্ষা বরং একজন খ্রীষ্টান হওয়া আরও বেশী মনে হয়েছিল। তার অর্থ ছিল একজন আত্মায় পূর্ণ ব্যাক্তি হওয়া যে দৈনন্দিন জীবনে যীশুর বাধ্য হয়। যীশুর কাছে তাদের সমর্পণের কারণে এবং তাদের জীবনের পবিত্র আত্মার চলমান উপস্থিতির জন্য, লোকেরা লক্ষ্য করেছিল যে তারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গী এবং জীবনযাত্রায় খ্রীষ্ট-সম হতে রূপান্তরিত হয়ে চলেছে। আপনি যদি ওই প্রথম শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করতেন, আমি বিশ্বাস করি তারা উদ্দীপনার সাথে বলত, *"যীশু খ্রীষ্ট আমাদের বিশ্বাসের কেন্দ্র!"*

২৫০ বছর ধরে, প্রথম খ্রীষ্টানরা তাদের মাঝখানে যীশুর আত্মার অভিজ্ঞতা লাভ করা চালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারপর পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে, খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের কাছে এত অনেক পরিবর্তন পরিচয় করে দেওয়া হয়েছিল যে তা প্রায় অন্য ধর্মে পরিণত হয়েছিল।[5] দুইজন ব্যাক্তি, নির্দিষ্টভাবে এই স্থানান্তরের প্রতীক হয়েছিলেন। একজন ছিলেন রাজনীতিবিদ। অন্যজন ছিলেন ধর্মতত্ত্ববিদ।

কনষ্ট্যাটাইন, রাজনীতিবিদ,[6] রোম সাম্রাজ্যের নেতা ছিলেন। এক আত্মিক অভিজ্ঞতা লাভ করার ফলে যেখানে তিনি ক্রুশের এক দর্শন দেখেছিলেন, তিনি খ্রীষ্টানদের উপর অত্যাচার বন্ধ করেছিলেন এবং খ্রীষ্টান ধর্মকে রোম সাম্রাজ্যের অনুমোদিত ধর্মে পরিণত করেছিলেন। যাই হোক, তাঁর রাজত্বকালে এবং পরে, লোকেরা যেভাবে জীবনযাপন করত সেই জীবন দ্বারা বিচারিত হওয়া থেকে বরং তাদের ধরে রাখা বিশ্বাসসূত্র দ্বারা আরও বেশী বিচারিত হতে এসেছিল।.

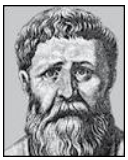

অগাষ্টিন, ধর্মতত্ত্ববিদ[7], কিছু সময় পর গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর এক অগাধ পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা হয়েছিল এবং কেউ কেউ তাঁকে পশ্চিমী মন্ডলীর সবচেয়ে মহান ধর্মতত্ত্ববিদ বলে ডাকত। কিন্তু ধীরে ধীরে, বিভিন্ন ধারা এবং মতবাদগুলি বেরিয়ে এসেছিল যা প্রথম শিষ্যদের চেয়ে বিপরীত। যীশুর জীবন এবং পরিচর্য্যার উপর দৃষ্টিপাত করার পরিবর্তে, মন্ডলী খ্রীষ্টের মৃত্যুর প্রতি প্রাথমিক মনোযোগ দেওয়ার দিকে সরে গিয়েছিল। প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র, যা সেই সময় গুরুত্ব পেয়েছিল, সেখানে যীশুর শিক্ষা এবং পরিচর্য্যার উল্লেখ করে না।"*যীশু* আমাদের বিশ্বাসের কেন্দ্র" বলার পরিবর্তে, অগাষ্টিনের অনুসরণকারীরা "*খ্রীষ্টের মৃত্যু* আমাদের বিশ্বাসের কেন্দ্র" বলার দিকে ঝুঁকেছিল।

নাটকীয় পরিবর্তন ঘটেছিল। আদি খ্রীষ্টানরা যখন নির্য্যাতিত সংখ্যালঘু ছিল, গোপনে আরাধনা করছিল, এখন তারা অলঙ্কারবহুল দালানে মিলিত হয়েছিল। প্রথম শতাব্দীতে নতুন পরিবর্তনকারীরা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শিক্ষা পেয়েছিল, প্রাপ্তবয়স্করা বাপ্তিষ্ম গ্রহণ করেছিল, এবং এক বিকল্প সমাজে যোগদান করেছিল, এখন শিশুরা বাপ্তাইজিত হয়েছিল এবং যিহুদী ব্যতীত সমস্ত নাগরিকরা একটা মন্ডলীভুক্ত হয়েছিল যা সরকারের সাথে চুক্তি বদ্ধ ছিল। যেখানে আদি মন্ডলী যীশুকে অনুসরণ করায় জোর দিয়েছিল, এখন দৃষ্টি ছিল সঠিক মতবাদ, মহাসমারোহে রীতিপালন, এবং শত্রুর বিরুদ্ধে নিজেদের প্রতিরোধ করা। আদি মন্ডলীর সদস্যরা যখন তাদের প্রতিবেশীদের সাথে প্রতিদিন তাদের বিশ্বাসের কথা বলত, এখন সুসমাচার প্রচারের অর্থ প্রাথমিকভাবে "খ্রীষ্টিয়" রাজত্বের সীমানাকে বিস্তার করা। আদি খ্রীষ্টানদের বেশীরভাগ যখন সৈন্য বিভাগের চাকরী প্রত্যাখ্যান করেছিল, অগাষ্টিনের মৃত্যুর সময়, কেবলমাত্র খ্রীষ্টানদের রোমীয় সৈন্যবিভাগে যোগদানের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

১২০০ এবং ১৫০০সি ইর মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের উদ্বিগ্ন ব্যক্তি এবং দলগুলি বুঝতে শুরু করেছিল যে পরিত্রাণ এবং মন্ডলীর বিষয়ে বোধশক্তি বিস্তৃতভাবে গ্রহণ করতে সেখানে প্রচন্ড অক্ষমতা ছিল। **মার্টিন লুথার**, একজন জার্মান সাধু, যিনি অগাষ্টিনের ধর্মতত্ত্বে সর্বতোভাবে পড়াশুনা করেছিলেন, তিনি এই সংস্কারসাধনাকারীদের মধ্যে একজন ছিলেন। আলরিচ জুইংগলী, সুইজারল্যান্ডের একজন পালক, এবং জন ক্যালভিন, একজন সংস্কারসাধন ধর্মতত্ত্ববিধ, অন্যদের মধ্যে ছিলেন। তাঁরা বৈশিষ্টমূলক পরিবর্তনগুলি পরিচয় করিয়ে দিতে এগিয়ে এসেছিলেন।

লুথার বিশেষতঃ পুরোহিতদের এবং পোপের অনুশীলন দ্বারা অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন যাঁরা কাজের ভিত্তির উপর এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার ঘোষনাপত্র বিক্রী করার দ্বারা ক্ষমা এবং যাতনাভোগ থেকে মুক্তি প্রদান করেছিলেন। অক্টোবর ৩১, ১৫১৭ সালে, জনতার বিতর্কের জন্য আহ্বান দিতে চেষ্টা করে, তিনি ৯৫টা গবেষনাপত্র বা বিতর্কগুলি জার্মানীতে, উইটেনবার্গে এক গীর্জার দরজায় পেরেক দিয়ে লাগিয়েছিলেন। এই কাজটি প্রোটেষ্টান্ট সংস্কারসাধন শুরু করেছিল।[8]

লুথার এবং জুইংলি শাস্ত্রকে বিশ্বাস এবং অনুশীলনের একমাত্র কর্তৃত্ব হিসাবে স্থির করেছিলেন, এবং জোর দিয়েছিলেন যে কেবল বিশ্বাসের মাধ্যমে অনুগ্রহ দ্বারা পরিত্রাণ লাভ করা হয়। যাইহোক, এই পরিত্রাণটি অনন্ত জীবন পাওয়ার অর্থ হিসাবে বিস্তৃতভাবে বোঝানো হয়েছিল। কেউ কেউ এটাকে সম্পূর্ণ পরিত্রাণের পরিবর্তে আত্মার পরিত্রাণ বলত। যখন খ্রীষ্টানদের ঈশ্বরের এবং প্রতিবেশীর প্রতি বিশ্বস্ত সেবায় সাড়া দিতে আশা করা হয়েছিল, তখন দৈনন্দিন জীবনে যীশুকে অনুসরণ করার এবং সমাজে পরস্পরের প্রতি একাত্ব হওয়ার উপর মন্ডলীর শিক্ষা শক্তভাবে জোর করা হয় নি।

কনরাড গোবেল, ফেলিক্স মানজ এবং জর্জ ব্লাউরক সহ আলরিচ জুইংলির কয়েকজন ছাত্র নিয়মিতভাবে সুইজ্যারল্যান্ডের, জুরিক-এ বাইবেল অধ্যয়নের জন্য মিলিত হত। হানস হাট, হানস ডেনক, পিলগ্রাম মারপেক এবং যেকোব হাটার দক্ষিণ জার্মানী এবং মোরাভিয়া

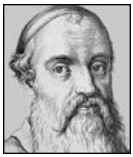

একই তীর্থযাত্রায় নিয়োজিত ছিলেন। কিছুসময় পর, একজন ভুতপূর্ব ক্যাথলিক পুরোহিত, **মেনো সাইমন**, শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং দলগুলি সমন্বয় করেছিলেন যারা নেদারল্যান্ডের মধ্যে বের হচ্ছিল।[9]

বাইবেলের এই ছাত্ররা যীশু এবং প্রথম শিষ্যদের বিষয়ে তাদের অধ্যয়নগুলি চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। ইব্রীয় ১২:২ পদ, "আমাদের বিশ্বাসের আদি ও সিদ্ধির্কতা যীশু", অনেকের জন্য প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১ করিন্থীয় ৩:১১ পদ, "কেননা কেবল যাহা স্থাপিত হইয়াছে, তাহা ব্যতীত অন্য ভিত্তিমূল কেহ স্থাপন করিতে পারে না, তিনি যীশু খ্রীষ্ট", মেনো সাইমনের আদর্শবাক্য হয়েছিল। সময়ে, পর্বতে দত্ত উপদেশ, যখন পবিত্র আত্মা দ্বারা শক্তিশালী হয়েছিল, তখন তা খ্রীষ্টিয় জীবনের জন্য আদর্শ হতে দেখা দিয়েছিল।

এই প্রথম অ্যানাব্যপটিষ্ট খ্রীষ্টানরা যখন প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র এবং লুথার ও জুইংলির প্রচারের বেশীরভাগ সুদৃঢ় করেছিল, তখন তারা আরও এগিয়ে যেতে চেয়েছিল। তারা "বিশ্বাসের দ্বারা মুক্তি" পাওয়ার বিষয় অপেক্ষা বরং " পুনর্জন্ম" পাওয়ার বিষয়ে কথা বলা প্রাধান্য দিয়েছিল। পরিত্রাণ যখন অবশ্যই ঈশ্বরের অনুগ্রহ দ্বারা ছিল, তখন তারা বিশ্বাসীর অংশে আরও মূলগত সাড়া দিতে আহ্বান জানিয়েছিল। তারা জোর দিয়ে বলেছিল যে পরিত্রাণ, যীশু এবং পবিত্র আত্মার শক্তি দ্বারা সম্ভব করা হয়েছিল, তাই তা একজন ব্যাক্তির নৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের রূপান্তরে চালিত করা উচিত। বয়স্ক বাপ্তিস্ম এক চিহ্নে পরিণত হয়েছিল যে এই পরিত্রাণ এবং রূপান্তরীকরণ ঘটেছে। আপনি যদি সেই প্রথম অ্যানাব্যপটিষ্ট খ্রীষ্টানদের জিজ্ঞাসা করতেন, আমি বিশ্বাস করি তাঁরা এ কথা বলতে প্রথম শিষ্যদের সাথে যোগ দিতেন যে *"যীশু খ্রীষ্ট আমাদের বিশ্বাসের কেন্দ্র"*।

আজ এটা আমাদের জন্য কি বোঝায়? অ্যানাব্যপটিষ্ট মতবাদ থেকে খ্রীষ্টানরা তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়ে যীশুর বিষয়ে তাদের বোধশক্তি প্রয়োগ করতে অন্বেষণ করে :

১| যীশুকে দৈনন্দিন জীবনে অনুসরণ করতে হবে

খ্রীষ্টান হওয়ার অর্থ আত্মিক অভিজ্ঞতায় থাকা, বিশ্বাসসূত্র দৃঢ়তা সহকারে বলা, অথবা ঈশ্বরের সামনে সমর্থনযোগ্য হওয়ার চেয়ে আরও বেশী। একজন খ্রীষ্টান হওয়ার অর্থ দৈনন্দিন জীবনে যীশুকে অনুসরণ করা। অ্যানাব্যপটিষ্ট মতবাদ থেকে খ্রীষ্টানরা বলে, "খ্রীষ্টধর্ম হল শিষ্যত্ব!" জার্মান ভাষায় তা *ন্যাচফলগে খ্রীষ্টি* অথবা "খ্রীষ্টকে অনুসরণ করা"। হানস ডেনক, একজন প্রথম যুগের অ্যানাব্যপটিষ্ট, তা পরিস্কারভাবে ব্যক্ত করেছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন, "কেউই খ্রীষ্টকে প্রকৃতভাবে জানতে পারে না যদি না তারা দৈনন্দিন জীবনে তাঁকে অনুসরণ করে এবং কেউই খ্রীষ্টকে অনুসরণ করতে পারে না যদি না তারা প্রকৃতভাবে তাঁকে জানে।"[10]

অ্যানাব্যপটিষ্ট রীতিতে, পরিত্রাণের অর্থ জীবনের পুরানো পথ থেকে এক জীবনে রূপান্তরিত হওয়া যা যীশুর আত্মা এবং ধর্মশীলতার আদর্শ প্রকাশ করে। পরিত্রাণ কেবলমাত্র আমাদের প্রতি ঈশ্বরের মনোভাবের পরিবর্তন নয় তা ঈশ্বরের প্রতি, মানুষের

প্রতি এবং জগতের প্রতি আমাদের মনোভাবের এবং কর্মশীলতার পরিবর্তন। এই পরিবর্তনটি পবিত্র আত্মার বাসকারী উপস্থিতির দ্বারা সম্ভব করা হয়েছে, যিনি শিষ্যদের প্রতিদিনের জীবনে যীশুকে অনুসরণ করতে শক্তিশালী করেন।

অনেক খ্রীষ্টানরা, এমন কি পরিত্রাণ পাওয়ার পরেও, নিজেদের আশাহীন পাপী হিসাবে দেখা চালিয়ে যায়, তারা এক বিজয়ী রূপান্তকারী জীবন যাপন করতে অক্ষম হয়। কেউ কেউ বলে, "আমি আলাদা নই। আমি কেবলমাত্র ক্ষমা পেয়েছি"। অ্যানাব্যপটিষ্ট মতবাদ খ্রীষ্টানরা একমত হয় না তারা বিশ্বাস করে যে যীশুর শিক্ষা এবং আত্মা সমর্পিত অনুসরণকারীদের রূপান্তরিত হতে এবং মন্দ শক্তির উপর জয়লাভ করতে সক্ষম করে। তারা দৈনন্দিন জীবনে যীশুকে ভিত্তিগত অনুসরণ করতে উৎসাহিত হয়।

২| খ্রীষ্টকেন্দ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাইবেলের ব্যাখ্যা

অনেক খ্রীষ্টানদের এমন জিনিস আছে যাকে বলা হয় "সমান" বাইবেল, যা মেনে নেয় যে পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের কথাগুলি যেমন মোশি উপলব্ধি করেছিলেন তা নতুন নিয়মে যীশুর কথাগুলির মত একই কর্তৃত্ব ধারণ করে। যখন রাজনৈতিক বা সামাজিক বিষয়গুলি যেমন যুদ্ধ, প্রধান শাস্তি, অথবা স্বাভাবিক মান থেকে ভিন্ন সামাজিক ও নৈতিক মানের মানুষদের আচরণের সম্মুখীন হয়, তখন "সমান" বাইবেল থাকা মানুষরা পুরাতন নিয়মের পাঠ্যাংশগুলি তাদের বিশ্বাস এবং কর্মশীলতার ভিত্তি হিসাবে দাবী করে, এমন কি যখন এই পাঠ্যাংশগুলি যীশুর শিক্ষা থেকে আলাদা হয়।

অন্যান্য খ্রীষ্টানরা যুগকলাপমূলক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে। ঈশ্বরের ইচ্ছা জানাতে, তাদের প্রথমে জানা আবশ্যক একটি পাঠ্যাংশ সময়ের কোন যুগ বা কালকে প্রকাশ করেছে। এই অভিগমনে, যীশুর শিক্ষার প্রতি বাধ্যতা যেমন পর্বতে দত্ত উপদেশে পাওয়া যায় তা সাধারণত খ্রীষ্টের পুনরাগমনে রাজত্বের যুগ পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়। বর্তমান সময়কালে, যীশু আরাধনা পান, কিন্তু দৈনিক বাধ্যতা পান না।

অ্যানাব্যপটিষ্ট মতবাদের খ্রীষ্টানরা নৈতিকমূলক খ্রীষ্টকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সমগ্র শাস্ত্র ব্যাখ্যা করতে অন্বেষণ করে। যীশুকে ঈশ্বরের এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার সম্পূর্ণ প্রকাশ হিসাবে দেখা যায়, যার অর্থ এই যে কোন কোন সময় যীশুর শিক্ষাগুলি পূর্বের শিক্ষাগুলি থেকে সীমা অতিক্রম করে এসেছে। যীশু নিজে বলেছেন, "তোমরা শুনিয়াছ,...উক্ত হইয়াছিল.....কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি....." (মথি ৫:২১,২৭,৩১,৩৩,৩৮,৪৩)। একইভাবে, ইব্রীয় পুস্তকের লেখক ঘোষনা করেন, "ঈশ্বর পূর্বকালে বহুভাগে ও বহুরূপে ভাববাদিগণে পিতৃলোকদিগকে কথা বলিয়া, এই শেষকালে পুত্রেই আমাদিগকে বলিয়াছেন.... ইনি তাঁহার প্রতাপের প্রভা ও তত্ত্বের মুদ্রাঙ্ক ....."(১:১-৩)। মিশনারী পিটার কেহলার একবার বলেছিলেন, " যদি সমগ্র শাস্ত্র যীশু খ্রীষ্টের কাছে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেয়, তবে তা যথেষ্ট।"[11]

অ্যানাব্যপটিষ্ট মতবাদের খ্রীষ্টানরা নিশ্চয় করে যে সমগ্র শাস্ত্র অনুপ্রাণিত, কিন্তু তারা কঠিন আক্ষরিকতার মানুষ নয়। তারা সৃজনী চিন্তার মধ্যে লিখিত বাক্য ও যীশুর আত্মাকে ধরে রাখতে অন্বেষণ করে। সমগ্র শাস্ত্র যীশুর আত্মায় ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। যীশুর অনুসরণকারীরা তখনই বিপদে পড়ে যখন তারা হয় আত্মার উপরে *লিখিত বাক্যকে* তুলে ধরে, অথবা বাক্যের উপরে *আত্মাকে* উঠায়। বাক্য এবং আত্মা একসাথে ধরে রাখা প্রয়োজন।[12]

অ্যানাব্যাপটিষ্ট মতবাদের খ্রীষ্টানরা যখন শাস্ত্রকে তথ্যাদির শেষ উৎস হিসাবে দেখে, তখন তারা বিশ্বাস এবং জীবনের জন্য যীশুকে শেষ কর্তৃত্ব হিসাবে দেখে। তিনি শাস্ত্রের প্রভু এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক নৈতিকতা উভয়ের জন্য আদর্শস্থাপনকারী। যীশুর শিক্ষা এবং আত্মার সাথে যে উপায়ে একটি পাঠাংশ সৎভাবে সম্পর্কযুক্ত তার চেয়ে আর কোন পাঠাংশের কর্তৃত্ব নাই। এইরূপে, যখন অ্যানাব্যাপটিষ্ট - চিন্তাধারার খ্রীষ্টানরা এক নৈতিকতার প্রশ্নের সম্মুখীন হয়, তখন তারা প্রাথমিক পরিচালনার জন্য প্রথমে যীশুর কাছে যায় এবং তারপর আরও পটভূমিকা এবং বোধশক্তির জন্য অন্য শাস্ত্রগুলিতে যায়। যদি শাস্ত্রের দুইটা পাঠ্যাংশ অসঙ্গত হয়, তবে তারা যীশুকে বিচারক করে!

৩| যীশু পরিত্রাতা এবং প্রভু উভয় হিসাবে গ্রহণযোগ্য

অনেক খ্রীষ্টানরা দৃঢ়তাসহকারে যীশুকে তাদের পাপ থেকে ব্যক্তিগত ত্রাণর্কতা হিসাবে গ্রহণ করে, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে প্রভু হিসাবে তাঁকে অনুসরণ করার উপর কম জোর দেয়। ব্যাক্তিগত খারাপ অভ্যাসগুলি থেকে বেরিয়ে আসতে মুক্তিদাতা হিসাবে তারা যীশুর দিকে তাকায়, কিন্তু যখন তারা বৃহত্তর সামাজিক অথবা রাজনৈতিক সমস্যাগুলির সম্মুখীন হয়, তখন তারা একজন নিয়োগর্কতা, রাষ্ট্রীয় নেতা, সৈন্যবাহিনীর অধিকর্তা অথবা প্রেসিডেন্টের প্রতি বাধ্যতা দেখায়। ফলস্বরূপ, অনেক খ্রীষ্টানরা আজ যীশুর দ্বারা দেওয়া নেতাদের বাধ্য হওয়ার চেয়ে বরং জাগতিক নেতাদের আদেশের প্রতি আরও বেশী বাধ্য।

অ্যানাব্যাপটিষ্ট মতবাদের খ্রীষ্টানরা বিশ্বাস করে যে সরকারের বাধ্য হওয়া প্রয়োজন সেই পর্য্যন্ত যা খ্রীষ্টিয় শিষ্যত্ব অনুমতি দিবে। সরকারের উদ্দেশ্য জীবন রক্ষা করা এবং বাইরের জগতে আদেশ সৃষ্টি করা। নিয়মের বাধ্য হওয়ার অর্থ এই নয় যে সরকার যে কোন আদেশ করুক না কেন তা আমাদের অন্ধের মত বাধ্য হতে হবে। যেহেতু আমাদের সবচেয়ে বেশী কর্তব্যনিষ্ঠতা সর্বদা যীশু এবং ঈশ্বরের রাজত্বের প্রতি, কাজেই কোন ঘটনায় আমাদের হয়ত সরকারের আদেশের অবাধ্য হতে হবে কারণ তা যীশুর শিক্ষা এবং আত্মার বিপরীত। যখন কোথাও যীশুর পথ এবং কৈসরের পথের মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকবে, তখন প্রথম শিষ্যদের সাথে আমরা বলব, "মনুষ্যদের অপেক্ষা বরং ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিতে হইবে"[13] (প্রেরিত ৫:২৯)।

সারাংশ করলে, অ্যানাব্যাপটিষ্ট মতবাদের খ্রীষ্টানরা এক *বিশ্বাসপূর্ণ* লোক যারা অন্বেষণ করে :

১| দৈনন্দিন জীবনে যীশুকে অনুসরণ করতে।

২|যীশুর আত্মায় শাস্ত্র ব্যাখ্যা করতে।

৩|যীশু খ্রীষ্টের প্রতি তাদের সবচেয়ে বেশী কর্তব্যনিষ্ঠতার প্রতিজ্ঞা করতে।

যীশু খ্রীষ্ট তাদের বিশ্বাসের কেন্দ্রে আছেন। আপনি কি একজন অ্যানাব্যাপটিষ্ট?

মূল নীতি #২ : সমাজ আমাদের জীবনের কেন্দ্র

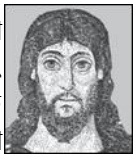

যীশু যখন তাঁর পরিচর্য্যা কাজ শুরু করেছিলেন তখন প্রথম জিনিসগুলির মধ্যে একটা জিনিস তিনি করেছিলেন তা ছিল একটা সমাজ গঠন। তিনি পিতর ও আন্দ্রিয়কে এবং তারপর যাকোব ও যোহনকে তাঁর সাথে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। শীঘ্রই, অনেক অনুসরণকারী হয়েছিল যাদের মধ্য থেকে তিনি ১২ জন শিষ্যকে মনোনীত করেছিলেন। তারা একসাথে শিক্ষা নিয়েছিল, খেয়েছিল, যাত্রা করেছিল এবং পরিচর্য্যা করেছিল পঞ্চাশত্তমী পর্যন্ত যখন তারা এক নতুন সমাজের প্রথম হয়েছিল যাকে বলা হয় মন্ডলী। প্রেরিত ২ অধ্যায়ে, আমরা লক্ষ্য করি যে প্রথম বিশ্বাসীরা দিনের পর দিন মিলিত হত , কেবলমাত্র মন্দিরে নয়, কিন্তু তাদের বাড়ীতেও যেখানে তারা আনন্দপূর্ণ এবং নম্র হৃদয়ে খাওয়া দাওয়া করত, ঈশ্বরের প্রশংসা করত, এবং মানুষের শুভ কামনায় আনন্দ করত।

নতুন নিয়মের মন্ডলী সেই সময়কার ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক উভয় বাস্তবতাগুলিতে জীবন যাপনের এক বিকল্প পথ যুগিয়েছিল। জীবনের এই পথটি মন্দির প্রাঙ্গনে শিক্ষা দেওয়া হত এবং উদযাপিত করা হত আর আলোচনা হত এবং গৃহদলগুলিতে প্রয়োগ করা হত।

পরিবারের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর অনুসরণকারীদের কথা বললে, এটাই স্পষ্ট হয়েছিল যে যীশু চেয়েছিলেন তাঁর অনুসরণকারীরা যেন কেবলমাত্র তাঁকে বিশ্বাস না করে, কিন্তু পরস্পরের প্রতি *অঙ্গীভূত হওয়ার* এক গভীর বোধশক্তিও তাদের থাকে। প্রথম খ্রীষ্টানদের এই দলগুলির মধ্যে এবং মধ্য দিয়ে ঈশ্বর যা করেছিলেন তা দেখে পর্য্যবেক্ষণকারীরা আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিলেন। তাদের প্রতিভা, অন্তর্দৃষ্টি এবং সাহস ছিল তা করা চালিয়ে যেতে যা যীশু করতে শুরু করেছিলেন যখন তিনি তাদের সাথে ছিলেন। আপনি যদি যীশুর সেই প্রথম অনুসরণকারীদের জিজ্ঞাসা করতেন, আমি বিশ্বাস করি তারা বলত, *"খ্রীষ্ট-কেন্দ্রিক সমাজ আমাদের জীবনের কেন্দ্র!"*

ভাই এবং বোনদের একটা পরিবার যারা বাইবেল অধ্যয়ণ, কথা বলা, প্রার্থনা এবং আরাধনার জন্য একসাথে মিলিত হত সেইভাবে মন্ডলীকে গুরুত্ব দেবার পরিবর্তে, **কনষ্ট্যাটাইন** মন্ডলীকে একটি প্রতিষ্টান হিসাবে জোর দিয়েছিলেন যারা বৃহৎ অব্যক্তিগত পবিত্র স্থানে মিলিত হত। সম্পদশালী ব্যক্তিরা, যারা এ যাবৎ ধর্মান্তরণে বাধা দিয়েছিল, তারা মন্ডলীতে যোগ দিতে ইচ্ছুক হয়েছিল যা সম্রাটের সাথে যুক্ত ছিল। বহুসংখ্যক মানুষ যীশুর প্রকৃত অনুসরণকারী ছিল কি না তা নয়, কিন্তু তারা বাপ্তিস্ম নিয়েছিল। ফলস্বরূপ, জগতের মধ্যে মন্ডলী হওয়ার পরিবর্তে, "জগত" মন্ডলীতে এসেছিল।

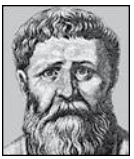

তাঁর মায়ের উৎসাহ ও সাহায্য নিয়ে, কনষ্ট্যানটাইন রোমে এবং যীশুর জন্ম ও মৃত্যু স্থানগুলিতে বিরাট গির্জাঘর তৈরী করতে শুরু করেছিলেন। শীঘ্রই, প্রায় প্রতিটি শহরে গীর্জাঘর নির্মিত হয়েছিল। "খ্রীষ্ট-কেন্দ্রিক সমাজ আমাদের জীবনের কেন্দ্র," বলার পরিবর্তে, খ্রীষ্টানরা বলতে শুরু করেছিল, "একটি গীর্জাঘর আমাদের শহরের কেন্দ্র।"

একটি সমাজে যেখানে প্রত্যেককে একজন খ্রীষ্টান বলে ধরা হয়েছিল সেই প্রসঙ্গে বাধ্যতার এক ব্যক্তিগত জীবনকে প্রতিপালন করতে **অগাষ্টিনকে** কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছিল। তাঁর এবং অনুসরণকারীদের জন্য, কারা খ্রীষ্টের দেহের সাথে যুক্ত ছিল এবং

কারা যুক্ত ছিল না এর মধ্যে পার্থক্যটি জানা অসম্ভব ছিল। "গম ও শ্যামাঘাস একসাথে বৃদ্ধি পায়," তিনি বলতেন।

সমাজের মধ্যে খ্রীষ্টের উপস্থিতির অভিজ্ঞতা লাভ করার পরিবর্তে, অগাষ্টিন ধর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে ঈশ্বরের উপস্থিতির অভিজ্ঞতা লাভের উপর জোর দিয়েছিলেন। ধর্মানুষ্ঠানে বিশ্বাস বৃদ্ধি পেল যেখানে আদি পাপের ক্ষমা পেতে, একজনের প্রয়োজন ছিল বাপ্তিস্মের প্রথা। চলমান পাপের ক্ষমা পেতে, বিশ্বাসীদের প্রয়োজন ছিল ভোজ-পর্ব উদ্‌যাপন করা। যেমন শতাব্দীগুলি পার হয়ে এসেছিল, এই বোধশক্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল যে সাময়িক যন্ত্রণাভোগের স্থান থেকে মুক্ত হতে, একজনের প্রয়োজন সাধুদের কাছে প্রার্থনা করা, গরীব লোকেদের অর্থ দান করা, এবং পোপের কাছ থেকে অনুদানগুলি কেনা।

সময় পার হলে, ঘনিষ্টভাবে যুক্ত সমাজে খ্রীষ্টের সাথে এবং পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকার ধারনাটি বিশালভাবে হারিয়ে গিয়েছিল। যারা বাধ্যভাবে যীশুকে অনুসরণ করতে এবং ঘনিষ্ট সমাজের অভিজ্ঞতা লাভ করতে চেয়েছিল তারা মঠবাসী এবং সন্ন্যাসিনী হওয়া বেছে নিয়েছিল যারা মঠে এবং সংসারত্যাগী আবাসে বাস করত। এটা এই ভাবধারা দিয়েছিল যে সাধারণ মানুষের জন্য দৈনন্দিন জীবনে যীশুকে অনুসরণ করা এবং খ্রীষ্টকেন্দ্রিক সমাজে সম্পর্কযুক্ত ভাবে বাস করা অসম্ভব।

মার্টিন লুথার এবং অন্য সংস্কারকরা মুলত মন্ডলীকে তার বাইবেল সম্পর্কিত ভিত্তিতে সংস্কার করার অভিপ্রায় করেছিলেন। তাঁরা নিজেদের রোম থেকে আলাদা করেছিলেন, এবং তাঁদের বাইবেলের প্রচারে, তাঁরা সমস্ত বিশ্বাসীর যাজকত্বের উপর জোর দিতে শুরু করেছিলেন। লুথার এবং জুইংলির অনেক অনুসরণকারীরাও সে সময়ের নিষ্ঠুর সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতি থেকে নিজেদের মুক্ত করতে উদগ্রীব হয়েছিলেন। যখন কয়েকজন চাষী সামন্ততান্ত্রিক প্রভু এবং রাজপুত্রদের কাজগুলিকে চ্যালেঞ্জ দিতে অস্ত্র হাতে নিয়েছিল, তখন লুথার এবং জুইংলি, শৃঙ্খলা রক্ষা করার ইচ্ছায়, শাসনকর্তাদের পক্ষ নিয়েছিলেন। যখন তাঁরা গরীবদের প্রতি শাসনকর্তাদের দায়িত্বগুলির জন্য তাদের সতর্ক করেছিলেন, তখন তাঁরা অনিচ্ছাকৃতভাবে মন্ডলী এবং রাজ্যের মধ্যে এক নতুন মৈত্রী করতে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে গিয়েছিলেন। এই পদ্ধতিতে তাঁরা অনেক চাষীদের আস্থা হরিয়েছিলেন।

লুথার এবং জুইংলি, তাঁদের অনেক অভিপ্রেত সংস্কার কার্যে পরিণত করতে গিয়ে চাষীদের যুদ্ধ এবং অন্যান্য রাজনৈতিক পরিস্থিতি দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। তারা কনষ্ট্যানটাইনের প্রাথমিক কাঠামো এবং অগাষ্টিনের ধর্মতত্ত্ব নিয়ে চালিয়ে গেল, যেখানে মন্ডলীর শাসনপ্রণালী হিসাবে মন্ডলী রাজ্যের অধিকারে থেকে গেল, যেখানে ছিল গীর্জার কাঠামো হিসাবে পবিত্র জায়গা, মন্ডলীতে প্রবেশ করতে ভূমিকাময় অধিকার হিসাবে শিশু বাপ্তিস্ম, শৃঙ্খলার জন্য হাতিয়ার হিসাবে সরকার দ্বারা তলোয়ারের ব্যবহার, এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা জানার প্রাথমিক উপায় হিসাবে সমান বাইবেলের নিজস্ব ব্যাখ্যা।

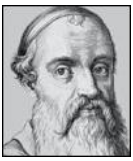

মেনো সাইমনস সহ, আদি অ্যানাব্যাপটিষ্ট, সংস্কার সাধনের অসম্পূর্ণতায় হতাশ হয়েছিলনে। তাঁরা কেবলমাত্র কাঠামোতে ফিরিয়ে এনে মন্ডলীর সংস্কারসাধন চায় নি যা কনষ্ট্যানটাইন এর ইচ্ছা দ্বারা এবং অগাষ্টিনের ধর্মতত্ত্ব দ্বারা চালিত ছিল। তাঁরা মন্ডলীর নতুন নিয়মের প্রথম নকশা এবং আকারে তা উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা বিশ্বাস করেছিলেন যে মন্ডলীর এক স্বাধীনতা থাকা এবং জগতের মধ্যে বিকল্প সমাজ হওয়া প্রয়োজন।

তাড়নার কারণে, আদি অ্যানাব্যপটিষ্টরা, আদি মন্ডলীতে প্রথম বিশ্বাসীদের মত, বাইবেল অধ্যয়ন, কথা বলা, প্রার্থনা এবং আরাধনার জন্য গোপনে মিলিত হতে বাধ্য হয়েছিল। বাড়ীতে এবং গোপন জায়গায়, তারা প্রায়ই তাদের মাঝখানে খ্রীষ্টের অভিজ্ঞতা লাভ করত। নতুন বিশ্বাসী যখন যীশু খ্রীষ্টে তাদের বিশ্বাস স্থাপন করত এবং দৈনন্দিন জীবনে তাঁকে অনুসরণ করার শপথ নিত, তখন তারা বাপ্তিস্ম নিত এবং এক বিশেষ উপাসক মন্ডলীতে তাদের গ্রহণ করা হত যেখানে তারা যুক্ত থাকার এক গভীর চেতনা অনুভব করত।

এই ছোট ছোট দলগুলির তাদের সমাজগুলিতে এক ক্ষমতাপন্ন সাক্ষ্য ছিল। অ্যানাব্যপটিষ্ট শুরু হওয়া এবং চিন্তাধারার উপর ৬২ টা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধির জন্য গবেষণা-মূলক প্রবন্ধের অধ্যয়ণ করার পর পাষ্টার তাকাসি ইয়ামাডা, জাপান থেকে একজন পন্ডিত ব্যক্তি, বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে "আদি মন্ডলী এবং আদি অ্যানাব্যপটিষ্ট উভয়ের অপূর্বতা ছিল যখন তারা ছোট ছোট দলে মিলিত হত যেখানে তারা পরস্পরের সম্মুখীন হত, এবং জগতের সম্মুখীন হতে পরস্পরকে যথেষ্ট শক্তিশালী করত।"[14]

অ্যানাব্যপটিষ্ট খ্রীষ্টানরা বার বার ভিন্নভাবে জীবনযাপন করার ক্ষমতার কথা বলত। তারা তাদের সমস্ত সদস্যদের কাছ থেকে এবং বিশেষতঃ তাদের নেতাদের কাছ থেকে এক "পবিত্র জীবন" আশা করত। কেবলমাত্র দোষ মুক্ত হওয়ার চেয়ে বরং, তারা বিশ্বস্ত খ্রীষ্টানদের বর্ণনা করত তাদের মত যারা আত্মায়-পূর্ণ, নৈতিকতার জীবন যাপন করছিল। যারা দৈনন্দিন জীবনে যীশুকে অনুসরণ করা বন্ধ করে দিয়েছিল অথবা খ্রীষ্টের-মত -নয় জীবন অটলভাবে চালিয়ে যাছিল তাদের খ্রীষ্টের দেহ থেকে বহিস্কার করা হয়েছিল।

অ্যানাব্যপটিষ্টরা মন্ডলীকে রূপান্তরিত বিশ্বাসীদের একত্র হওয়া হিসাবে দেখেছিল যারা যীশুর এবং পরস্পরের প্রতি অঙ্গীকারযুক্ত সমাজে সমর্পিত। প্রোটেষ্টান্ট এবং ক্যথলিক উভয়েই মন্ডলী প্রতিষ্ঠা করতে এটাকে এক হুমকি হিসাবে দেখেছিল। তার ফলে, তারা অনেক অ্যানাব্যপটিষ্টকে বন্দী করেছিল এবং ভীষণভাবে তাড়না করেছিল। ৪০০০-এর চেয়ে আরও বেশী ব্যক্তি তাদের বিশ্বাসের জন্য শহীদ হিসাবে ডুবে গিয়েছিল, তাদের শিরচ্ছেদ করা হয়েছিল, অথবা খুঁটিতে বেঁধে পুড়ে মারা হয়েছিল।[15]

এই আদি অ্যানাব্যপটিষ্টদের মধ্যে অনেক বিভিন্নতা পাওয়া গিয়েছিল। কয়েকজন শেষ সময়ের বিষয়ে অতিরিক্ত চিন্তিত হয়েছিল। অন্যেরা হিংস্রতা ব্যবহার করে প্রত্যাবর্তন করেছিল। জার্মানীতে, মুনষ্টার শহরে একটি দল, এত দূর অগ্রসর হয়েছিল যে ১২ জন প্রাচীনদের সাথে শহরের নির্বাচিত কাউন্সিল বদলাতে চেয়েছিল যারা নিজেদের নতুন ইস্রায়েল বলে ঘোষনা করেছিল, বহুবিবাহ প্রবর্তন করেছিল, এবং আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র নিয়েছিল। এক পরিশোভিত অ্যানাব্যপটিষ্ট দল দ্বারা এই কাজটি অ্যানাব্যপটিষ্ট এবং মেনোনাইট খ্রীষ্টানদের উপর এক নেতিবাচক ধারনা বসিয়েছিল যা কোন কোন জায়গায় বর্তমান সময় পর্য্যন্ত তা চালু রেখেছে।

আদি অ্যানাব্যপটিষ্টদের যীশুর সাথে যুক্ত রাখার কঠোর বোধশক্তি এবং পরস্পরের প্রতি তাদের অটল আনুগত্যের সাহায্য তাদের এক শত্রুতাপূর্ণ জগতের মধ্যে উৎসর্গীকৃত নৈতিকতাপূর্ণ জীবন কাটাতে সাহায্য করেছিল। আপনি যদি তাদের জিজ্ঞাসা করতেন, আমি বিশ্বাস করি প্রথম শিষ্যদের সাথে তারা বলত, *"খ্রীষ্ট কেন্দ্রিক সমাজ আমাদের জীবনের কেন্দ্র!"*

বর্তমান জগতে, অ্যানাব্যপটিষ্ট মতবাদের খ্রীষ্টানরা তিনটি বৈশিষ্টপূর্ণ উপায়ে খ্রীষ্ট-কেন্দ্রিক সমাজকে বোঝে এবং অনুশীলন করে :

১| সমাজের জন্য ক্ষমা অপরিহার্য

যীশু এসেছিলেন যেন আমরা জীবন পাই এবং তা উপচয়ের সাথে পাই। তিনি গভীরভাবে প্রার্থনা করেছিলেন যেন আমরা পরস্পরের সাথে এক হই যেমন তিনি পিতার সাথে এক। সমাজের উষ্ণ অনুভূতি এবং তার অধিকারভুক্ত উপকারগুলি তখনই বেরিয়ে আসে যখন খ্রীষ্টের দেহের সদস্যরা পরস্পরের কাছ থেকে ক্ষমা চাইতে উৎসর্গীকৃত হয়। পাপস্বীকার এবং ক্ষমা বাধাগুলি সরিয়ে দেয় যা ঈশ্বরের সাথে এবং পরস্পরের সাথে সহভাগিতায় প্রতিরোধ করে। অ্যানাব্যপটিষ্ট খ্রীষ্টানরা বিশ্বাস করে সৃষ্ট এবং প্রতিপালন করা সমাজের জন্য ক্ষমা অপরিহার্য্য।

মানবজাতির মূল সমস্যা অর্থের অভাব নয়, শিক্ষার অভাব নয় অথবা ক্ষমতারও অভাব নয়। মূল সমস্যা এটাই যে আমরা পরস্পরকে অসন্তুষ্ট করি। একেবারে শুরুর প্রথম সময় থেকে, মানবজাতি, ব্যক্তিগতভাবে অথবা দলগতভাবে উভয়েই, ঈশ্বর এবং পরস্পরকে তাদের মনোভাব এবং কার্য্যের দ্বারা অসন্তুষ্ট করেছে। ফল হয়েছে ঈশ্বরের সাথে, পরস্পরের সাথে, আমাদের আভ্যন্তরীণ স্বত্ত্বার সাথে এবং সমগ্র জগতের সাথে এক ভগ্ন সম্পর্ক।

একটি অসন্তোষ মিটমাট করতে ফিরে আসার বিষয়টি সাধারণত তখনই আসে যখন এক পার্টি বিশ্বস্তভাবে অনুতাপ করে ক্ষমা চায়। র্দুভাগ্যবশত:, অখ্রীষ্টিয়ান জগতে, ক্ষমা ছাড়া ভুলে যেতে চেষ্টা করা হয়। প্রায়ই, সৎভাবে পাপস্বীকার এবং ক্ষমার জায়গায় অধিকার এবং আত্মরক্ষা স্থান পায়।

২| সমাজে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করা হয়

অনেক খ্রীষ্টানরা শাস্ত্রের ব্যক্তিগত অধ্যয়ণে নিজেদের সীমাবদ্ধ করে রাখে এবং পরে তারা ব্যক্তি গতভাবে সেগুলি যা বুঝেছে তা বলতে অন্যের কাছে ঘোষনা করে। স্বতন্ত্র ব্যক্তিরা যখন নিজেদের এইরূপ ব্যক্তিগত ব্যাখ্যায় সীমাবদ্ধ রাখে, তখন তারা প্রায়ই শাস্ত্রের বিভ্রান্তিকর এবং ভুল বোধশক্তির কাছে পৌঁছায় এবং তা ঘোষনা করে।

অন্য খ্রীষ্টানরা শিক্ষণপ্রাপ্ত পালক, পুরোহিত এবং শিক্ষাদানকারীকে একমাত্র একজন হওয়া হিসাবে দেখে যাঁরা যথার্থরূপে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করতে সমর্থ। ফলস্বরূপ, সাধারণ ব্যক্তিরা প্রায়ই ব্যক্তিগত অধ্যয়ণ এবং প্রয়োগ অবহেলা করে।

অ্যানাব্যপটিষ্ট মতবাদের খ্রীষ্টানরা বিশ্বাস করে যে শাস্ত্রটি ব্যক্তিগতভাবে এবং আত্মায়-চালিত সমাজের প্রসঙ্গে উভয়েই অধ্যয়ন করা প্রয়োজন যেখানে সহবিশ্বাসীরা পরামর্শ দান করে এবং গ্রহণ করে। সাধারণত:, সমাজের সদস্যরা যারা ছোট ছোট দলে এক সাথে মিলিত হয়, তারা খ্রীষ্টের আত্মায় ক্লাশগুলি এবং সম্মেলনগুলি সবচেয়ে ভালভাবে নির্ণয় করতে পারে যে একটা নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে শাস্ত্র তাদের কি বলে।

৩| সমাজ মুখোমুখি হওয়া দলগুলিতে অভিজ্ঞতা লাভ করে

মন্ডলীকে কোন কোন সময় দুই-ডানামুক্ত পাখী হিসাবে কর্না করা হয়েছে। একটা ডানা বৃহৎ আরাধানাকারী সমাজকে প্রতিনিধিত্ব করে যেখানে আমাদের সর্বোৎকৃষ্ট, পবিত্র ঈশ্বরের সাথে শীর্ষদেশীয় সম্পর্কের উপর জোর দেওয়া হয়। অন্য ডানাটি ছোট মুখোমুখি হওয়া দলগুলিকে প্রতিনিধিত্ব করে যেখানে ঘনিষ্ট সমান্তরাল সম্পর্কের উপর জোর দেওয়া হয়[16] উভয় ডানাই প্রয়োজন।

খ্রীষ্টিয় জীবনযাপনের কয়েকটি দৃষ্টিভঙ্গী ১২ জন বা তার কম লোকের সম্পর্কযুক্ত দলের মধ্যে সবচেয়ে ভালভাবে ঘটে থাকে। এটা প্রায়ই সত্য হয় যখন আমরা পরামর্শ দিই এবং গ্রহণ করি, পরিচর্য্যা কাজের জন্য দানগুলি চিনি,এবং মজা ও সহভাগিতা করি। সমাজের জন্য স্বাস্থ্যকর উপাসকমন্ডলীর কাঠামো তৈরী করা হয়। সেগুলি প্রায়ই ছোট ছোট দলের নেটওয়ার্ক। কেউ কেউ এমন কথা বলতে এতদূর চলে যায় যে ছোট দলই মন্ডলীর প্রাথমিক ঐক্য।[17]

সারাংশে, অ্যানাব্যপটিষ্ট মতবাদের খ্রীষ্টানরা *তাদের বিশ্বাসের কেন্দ্র হিসাবে খ্রীষ্ট-কেন্দ্রিক সমাজের* অভিজ্ঞতা লাভ করে। তারা এসব দেখতে ঝুঁকে:

১| সমাজের জন্য ক্ষমা প্রয়োজনীয়।
২| শাস্ত্র ব্যাখ্যার জন্য কথোপকথন এবং দলীয় বোধশক্তি দ্বারা নির্ণয় প্রয়োজন।
৩| মন্ডলীর জীবনে ছোট মুখোমুখি হওয়া দলগুলি কেন্দ্র হিসাবে ধরে।

যীশুতে *বিশ্বাস,* মন্ডলীর, সাথে *যুক্ত থাকা,* এবং নতুনভাবে *আচরণ করা* সমাজের প্রসঙ্গে বাস্ত হয়ে উঠে।[18]

আপনি কি একজন অ্যানাব্যপটিষ্ট মনোভাবের খ্রীষ্টন?

মূল নীতি #৩ : পুনর্মিলন আমাদের কাজের কেন্দ্র

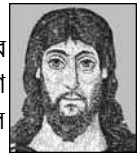

পাপের সমস্যাতে সমাধান হিসাবে, ঈশ্বর তাঁর পুত্র, **যীশুকে** পাঠিয়েছিলেন। যীশু তাদের সকলকে পুনর্মিলন করতে এসেছিলেন যারা ঈশ্বরের প্রতি এবং পরস্পরের প্রতি সাড়া দিবে। তিনি ভগ্নতা এবং সব রকমের অবিচারকে সম্বোধন করেছিলেন, এবং এক দল অনুসরণকারীকে শিক্ষা দিয়েছিলেন যারা পুনর্মিলনের রাজদূত হয়েছিল।

বিশ্বাসীর সমাজের মধ্যে পুনর্মিলনের জন্য যীশু বিশেষ বিশেষ পদক্ষেপের রূপরেখা তৈরী করেছিলেন যেমন মথি ১৮:১৫-২০ পদে রেকর্ড করা আছে। অসন্তুষ্ট হওয়া

ব্যক্তিদের এবং দলগুলিকে উপস্থাপিত সমস্যার সমাধান খুঁজতে একজন একজন করে পরস্পরের কাছে যেতে হবে। অবিচার বা অসন্তুষ্টি যদি সমাধান না হওয়া অবস্থায় থাকে, তবে সমাজের আরও সদস্যদের তালিকাভুক্ত করে পদক্ষেপ নিতে এগিয়ে যেতে হবে।

পর্বতে দও উপদেশে, যীশু তাঁর শিষ্যদের শিখিয়েছিলেন যে প্রথমে তাঁর রাজ্যের বিষয়ে চিন্তা করা, ভুলের জন্য অনুতপ্ত হওয়া, এবং তারা যেমন অন্যের কাছ থেকে নিজেদের প্রতি যে আচরণ আশা করে তেমনি তাদেরও অন্যের প্রতি তেমন আচরণের মাধ্যমে শান্তি এবং ন্যায়বিচার পাওয়া যায়। "যাহারা তোমাদিগকে প্রেম করে কেবল তাহাদিগকে প্রেম করিও না," যীশু বলেছিলেন। "এমন কি পরজাতীয়রাও তা করে। তোমাদের শত্রুদিগকে প্রেম করিবে এবং, যাহারা তোমাদিগকে তাড়না করে, তাহাদের জন্য প্রার্থনা করিও" (মথি ৫:৪৩-৪৮)। তিনি যা বলেছিলেন তা সত্যিই বলেছিলেন এবং আমাদের জন্য তা বলেছিলেন! যীশুর অনুসরণকারী হওয়ার অর্থ এক নতুনভাবে *আচরণ করা।*

তাঁর পরিচর্য্যা কাজের শেষে, যীশু বলেছিলেন, "পিতা যেমন আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তদ্রূপ আমিও তোমাদিগকে পাঠাই" (যোহন ২০:২১)। "তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর; পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজ কর; আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছি, সে সমস্ত পালন করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দেও" (মথি ২৮:১৮-২০)। ফলস্বরূপ, আদি শিষ্যরা পরিচিত জগতজুড়ে প্রচার করতে, শিক্ষা দিতে এবং জীবনধারণের নতুন পথটি অনুশীলন করতে গিয়েছিল যেন সর্বত্র লোকেরা ঈশ্বর এবং একে অন্যের সাথে পুনর্মিলিত হয়।

আদি খ্রীষ্টানরা বৃহৎ সমস্যাগুলির মধ্যে যে একটার সম্মুখীন হয়েছিল তা ছিল যিহুদী ও পরজাতির মধ্যে জাতিগত, ধর্মগত এবং সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব। বিভিন্ন পটভূমি থেকে আসা ব্যক্তিরা পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হচ্ছে এবং ঈশ্বরের পরিবারে আসছে তা দেখে প্রেরিতরা স্বীকার করেছিলেন তা খ্রীষ্টেতে বিশ্বাসের মাধ্যমে হয়েছিল, নিয়ম এবং রীতিনীতির দ্বারা হয় নি, যে লোকেরা ভিন্ন পটভূমি থেকে এসে এক দেহ হবে এবং এক শান্তির সংস্কৃতি গঠন করবে।

প্রথম কয়েকশ বছরের জন্য, যীশুর অনুসরণকারীরা সৈন্যবাহিনীর লড়াইয়ে নিয়োজিত হওয়া অস্বীকার করেছিল। তারা বুঝেছিল যে তারা আদেশের অধীনে ছিল যেখানে তাদের শত্রুদের মেরে ফেলা নয়, কিন্তু তাদের ভালবাসতে বলা হয়েছে। "সকলই ঈশ্বর হইতে হইয়াছে; তিনি খ্রীষ্ট দ্বারা আপনার সহিত আমাদের সম্মিলন করিয়াছেন, এবং সম্মিলনের পরিচর্য্যাপদ আমাদিগকে দিয়াছেন," একথা প্রেরিত পৌল ২ করিন্থীয় ৫:১৮ পদে বলেছেন। আপনি যদি প্রথম খ্রীষ্টানদের জিজ্ঞাসা করতেন, আমি বিশ্বাস করি তবে তারা হয়ত বলত, *"ঈশ্বরের সাথে এবং একে অন্যের সাথে পুনর্মিলিত হওয়াই আমাদের কাজ!"*

কনষ্ট্যানটাইন যখন মন্ডলীকে রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত করতে শুরু করেছিলেন, তখন মন্ডলীতে বিরাট পরিবর্তন এসেছিল। যীশু বলেছিলেন, " আমার রাজত্ব এই জগতের নয়," তথাপি কনষ্ট্যানটাইন ছিলেন রাজা। সময় পার হয়ে যেতে, স্বত:প্রবৃত্ত রাজ্য যা যীশুর দ্বারা শাসিত এবং সম্রাট দ্বারা শাসিত রাজ্যের মধ্যে পার্থক্যটি অস্পষ্ট হয়েছিল। আদি খ্রীষ্টানদের নিখুঁত দৃঢ়বিশ্বাসগুলি সন্দেহজনক হয়েছিল। মন্ডলীর মধ্যে কেউ কেউ ধনী হয়েছিল এবং অন্যেরা গরীব হয়েছিল। খ্রীষ্টানরা তাড়নাকারী হয়ে উঠেছিল। পূর্বের শান্তিরক্ষাকারীরা যুদ্ধে গিয়েছিল। সুসমচার প্রচার, শান্তিরক্ষা এবং পরিচর্য্যায় তাদের শক্তি ব্যবহার করার পরিবর্তে, ইউরোপের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলে বড় বড় ক্যাথিড্রাল নির্মান করতে প্রচুর পরিমাণ শক্তি দেওয়া হয়েছিল। এই দালানগুলি নির্মাণ করা তাদের কাজের কেন্দ্র হয়েছিল।

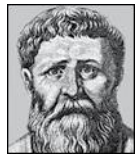

অগাষ্টিন ব্যক্তিগত নৈতিক বিষয়গুলিতে বেশী চিন্তিত ছিলেন যেমন মত্ততা, লোভ, জুয়া খেলা এবং ব্যাভিচার, কিন্তু শান্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত তাঁর শিক্ষা এবং অনুশীলন সেই মন্ডলীতে কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল যে মন্ডলী ঘনিষ্টভাবে সাম্রাজ্যের সাথে যুক্ত ছিল। শত্রুদের সাথে পুনর্মিলন অন্বেষণ করার পরিবর্তে, অগাষ্টিন বিশ্বাস করেছিলেন যে খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের প্রায়োজন তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করা। এক "কেবলমাত্র যুদ্ধ" মতবাদ গঠিত হয়েছিল, যা খ্রীষ্টানদের, নির্দিষ্ট পরিস্থিতিগুলিতে, সংঘর্ষ এবং যুদ্ধে অংশ নিতে বাধ্য করেছিল। যুদ্ধে যাওয়া উদ্যোগটি অনেক খ্রীষ্টিয় রীতিনীতির স্থানে থেকে গিয়েছিল।

লুথার, জুইংলি এবং **ক্যালভিন** অনেককিছু করেছিলেন যা ভাল ছিল। লুথার " সমাজের ধনভান্ডার" ধারণাটি তৈরী করেছিলেন, এবং ক্যালভিন খ্রীষ্টিয় নীতিগুলি দ্বারা জীবনযাপন করতে সমাজকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছিলেন। তাসত্ত্বেও, তাঁরা, অগাষ্টিনের মত, ব্যক্তিগত ক্ষমা পাওয়া এবং দশ আজ্ঞার বাধ্য হওয়ার প্রতি জোর দিয়েছিলেন, কিন্তু বিশেষ শিক্ষা এবং রূপান্তরিত হওয়ার অনুগ্রহ সম্পর্কিত অনুশীলন, সুসমাচার প্রচার এবং শান্তিস্থাপন কম যুগিয়েছিলেন।

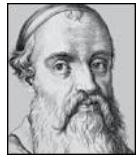

মেনো সাইমনের নেতৃত্বের অধীনে আদি অ্যানাব্যপটিষ্ট খ্রীষ্টানরা এবং অন্যের জগতে খ্রীষ্টের দেহ হিসাবে কিভাবে বাস করা যায় সেই বিষয়ে সাধারণ বোধশক্তি খুঁজে পেতে সংগ্রাম করেছিল। তারা এই বিশ্বাসে এসেছিল যে পবিত্র আত্মার কাজের কারণে এবং একে অন্যের প্রতি তাদের অঙ্গীকারের জন্য, যীশুর অনুসরণকারীরা খ্রীষ্ট-সম হতে পারে এবং খ্রীষ্ট-সম উপায়ে *আচরণ* করতে পারে।

আদি অ্যানাব্যপটিষ্টরা প্রায়ই বাড়ীতে এবং ছোট ছোট দলের আকারে মিলিত হত যেখানে তারা পবিত্র আত্মার উপস্থিতি অনুভব করত এবং কিভাবে জীবনযাপন করতে হয় তার উপর পরস্পরকে পরামর্শ দান করতে ভিত্তিস্বরূপ শাস্ত্র অধ্যয়ন করত। অ্যানাব্যপটিষ্টরা শাস্ত্রকে তাদের একমাত্র "হাতিয়ার" করতে চেয়েছিল। তাদের অধ্যয়ণগুলিতে তারা আর্থিক দান, ঈশ্বরের সাথে শান্তি,পরস্পরের সাথে শান্তির উপর জোর দিয়েছিল।

অ্যানাব্যপটিষ্ট আন্দোলনটি কোনভাবে পুনর্জাগরণের যুগে আধ্যাত্মিক প্রভাবের শক্তিদান অথবা পবিত্র আত্মার আন্দোলন ছিল।[19] অ্যানাব্যপটিষ্ট নেতারা অন্যান্য সংস্কারকরা যা করেছিলেন তার চেয়ে পবিত্র আত্মার রূপান্তরকারী ক্ষমতার বিষয়ে আরও বেশী কথা বলেছিলেন। তাঁরা বিশ্বাস করেছিলেন যে শিষ্যত্ব, সুসমাচার প্রচার, শান্তি স্থাপন এবং সাধারণ জীবনযাপন করার জন্য পবিত্র আত্মা তাদের শক্তিশালী করেছিলেন।

অ্যানাব্যপটিষ্ট আন্দোলন ১৬ শতকের সুসমচার প্রচারের আন্দোলনও ছিল। অটলভাবে চালিয়ে যাওয়া এবং প্রচন্ড আবেগের সাথে, মূল নেতারা - তাদের জীবনের মূল্য দিয়ে - ঈশ্বরের সাথে মানুষের এবং পরস্পরের সাথে পুনর্মিলন অন্বেষণ করতে সারা ইউরোপে গিয়েছিলেন[20]। হাজার হাজার মানুষ যীশুর সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করেছিল, এবং অ্যানাব্যপটিষ্ট সহভাগিতায় যোগ দিয়েছিল যেগুলি সারা ইউরোপ জুড়ে অনেক জায়গায় গজিয়ে উঠেছিল।

এছাড়াও অ্যানাব্যপটিষ্টরা তাদের সময়ে সামাজিক ন্যায়বিচারের কারণ ছড়িয়ে দিয়ে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলে। আন্দোলনটির মধ্যে অনেক স্থানীয় দল তাদের অর্থ ভাগ করা এবং ন্যায়ভাবে মানুষের প্রতি আচরণ করার উপর জোর দেওয়াটির জন্য পরিচিত ছিল। তাদের নেতারা এবং অনুসরণকারীরা অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অনেক চিন্তাওলিকে সম্বোধন করেছিল যা কৃষকদের দ্বারা উঠে এসেছিল যারা জায়গির-সংক্রান্ত পদ্ধতির একনায়কতন্ত্র প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। ছোট ছোট সহভাগিতাগুলি সম্রাট এবং জায়গিরদার পদ্ধতি উভয়ের প্রতি পরিবর্ত সমাজ হিসাবে কাজ করেছিল। এটা ধারণাতীত ছিল যে যীশুর খাঁটি অনুসরণকারীরা, যারা পবিত্র আত্মা দ্বারা রূপান্তরিত হয়েছিল এবং খ্রীষ্টের এক দেহে বাপ্তাইজিত হয়েছিল, তারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস বা সম্পদে দৃঢ়ভাবে আসক্ত থাকবে যখন তারা দেখেছিল সহ-সদস্যদের প্রয়োজন আছে।[21]

শাস্ত্র অধ্যয়ণ এবং দৈনন্দিন জীবনে যীশুকে অনুসরণ করতে অটল প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে, অ্যানাব্যপটিষ্ট খ্রীষ্টানরা বিশ্বাস করেছিল যে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা ভুল। আদি শিষ্যদের মত, তারা সৈন্যদলে যোগদান করতে অস্বীকার করেছিল যদিও তুরস্কের মুসলমানরা ইউরোপ আক্রমণ করতে চেষ্টা করছিল। তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে পাল্টা যুদ্ধ করার চেয়ে বরং, অ্যানাব্যপটিষ্টরা যীশুর আদেশ অমুসরণ করা বেছে নিয়েছিল, যিনি "নিন্দিত হইলে প্রতিনিন্দা করিতেন না; দুঃখভোগকালে তর্জ্জন করিতেন না"(১পিতর ২:২৩)।

আপনি যদি তাদের জিজ্ঞাসা করতেন, আমি বিশ্বাস করি যে মেনো সাইমন এবং প্রায় সব আদি অ্যানাব্যপটিষ্ট খ্রীষ্টানরা একসাথে বলতে প্রথম শিষ্যদের সাথে যোগদান করত, *"ঈশ্বরের সাথে এবং পরস্পরের সাথে পুনর্মিলন করাই আমাদের কাজের কেন্দ্র!"*

আজ আমাদের কাছে তার অর্থ কি? অ্যানাব্যপটিষ্ট মতবাদের খ্রীষ্টানরা বিশ্বাস করে যে :

১| ঈশ্বরের সাথে মানুষের পুনর্মিলন করতে আমাদের সাহায্য করতে হবে।

ঠিক যেমন ঈশ্বর তাঁর সাথে আমাদের এবং পরস্পরের সাথে আমাদের পুনর্মিলন করতে যীশু খ্রীষ্টেতে শুরু করেছিলেন, তেমনি ঈশ্বর আমাদের যিরূশালেমে, যিহূদিয়ায়, শমরিয়ায়, এবং বিস্তীর্ণ পৃথিবীতে তাঁর সাথে অন্যদের পুনর্মিলন করাতে আমাদের অংশটি করতে আমাদের শুরু করতে বলছেন। ঈশ্বর আমাদের পুনর্মিলনের পরিচর্য্যাকাজ দিয়েছেন।

অ্যানাব্যপটিষ্ট মতবাদ থেকে আসা বর্তমান দিনের খ্রীষ্টানদের কাজ দেওয়া হয়েছে যেন তারা শিষ্য তৈরী করে, বাপ্তিস্ম দেয় ঠিক যেভাবে যীশু জীবন কাটিয়েছেন এবং শিক্ষা দিয়েছেন। তারা চেয়েছিল তাদের পরিচিতরা যেন যীশুতে বিশ্বাস করে, খ্রীষ্ট-কেন্দ্রিক সমাজের সাথে যুক্ত হয়, এবং রূপান্তরিত হয়েছে সেইভাবে আচরণ করে।

অন্বেষীরা যখন "খ্রীষ্ট কতটা সমর্পণ করেছেন তা বুঝতে পেরে নিজেরা ততটা সমর্পণ করে" তখন তারা নতুন জন্ম পায়।[22] তাদের জীবনে নতুন শুরু দেওয়া হয়। তাদের নতুন মূল্যবোধ থাকে এবং পবিত্র আত্মা সেই মূল্যবোধগুলি নিয়ে জীবনযাপন করতে শক্তিশালী করেন।

ঈশ্বরের সাথে পুনর্মিলন হওয়ায় তা রূপান্তরিত জীবনযাপনে চালিত করে। যীশু তাদের চিন্তাধারা, বন্ধুত্ব, এবং আচরণের পরিবর্তন করেন যারা তাঁকে গ্রহণ করে। তারা মানসিকভাবে, ভাবাবেগেজনিতভাবে, শারীরিকভাবে, সামাজিকভাবে এবং রাজনৈতিকভাবে রূপান্তরিত হয়। এটা তাদের জগতের বিপরীতে স্থাপন করে।

২| পরস্পরের সাথে পরস্পরের পুনর্মিলন করতে আমাদের সাহায্য করতে হবে

মানুষকে কেবলমাত্র ঈশ্বরের সাথে পুনর্মিলন করান হয় কিন্তু পরস্পরের সাথে পুনর্মিলন করানোও আমাদের কাজের কেন্দ্র। এর অর্থ হতে পারে দ্বন্দ্বের কারণটি অনুসন্ধান করা এবং মনোযোগসহকারে শোনা, সৎভাবে পাপস্বীকার, নিঃস্বার্থ ক্ষমা, এবং যথাযথ ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে সেই বিরোধের মিলন করতে দুই পক্ষকে সাহায্য করা।

ক্ষমা অসন্তোষের দেওয়াল সরিয়ে দেয় যা কেবলমাত্র আমাদের ও ঈশ্বরের মাঝখানে অস্তিত্ব থাকে তা নয়, কিন্তু মন্ডলীতে আমাদের এবং অন্যের মধ্যেও থাকে। প্রভুর ভোজ একসাথে খাওয়া একটা সহভাগিতার আভিজ্ঞতায় পরিণত হয় না কিন্তু ক্ষমার দ্বারা সম্ভব হয় যে ক্ষমা আমরা ঈশ্বর এবং পরস্পরের কাছ থেকে পেয়েছি।

সমস্ত পটভূমি, লিঙ্গ এবং দৃঢ় বিশ্বাসযুক্ত ব্যক্তিদের কাছে খ্রীষ্টানদের আশীর্বাদ হতে হবে। যখন আমরা পরস্পরের প্রতি সংঘাতে থাকা একক ব্যক্তি বা দলগুলির সম্মুখীন হই, তখন আমাদের বিচার করার পরিবর্তে "পুনর্মিলনের চিন্তা" করতে হবে। কিন্তু আমরা নিজেরা যতদুর গিয়েছি তার চেয়ে বেশী দূর যেতে আমরা অপরকে সাহায্য করতে পারি না। এমনকি যখন আমরা অন্যদের পুনর্মিলিত হওয়ার জন্য সাহায্য করতে অন্বেষণ করি, তখন কিভাবে আমাদের পরিবর্তিত হওয়া প্রয়োজন সেবিষয়ে আমাদের নিজেদের বোধশক্তিতে বৃদ্ধি পেতে থাকা আবশ্যক।

৩| জগতে আমাদের পুনর্মিলনের রাজদূত হতে হবে

পুনর্মিলনের মতবাদের মধ্যে সুসমাচার প্রচার এবং শান্তিস্থাপনকে একসাথে আনা হয়। যখন কোন কোন খ্রীষ্টান বলে যে সুসমাচার প্রচার আমাদের কাজের কেন্দ্র এবং অন্যেরা শান্তিস্থাপনকে সেখানে বসায়, তখন একথা বলা সবচেয়ে ভাল হবে যে *"পুনর্মিলন আমাদের কাজের কেন্দ্র!"* ঈশ্বরের উদ্দেশ্যগুলি হল "খ্রীষ্টের মাধ্যমে সমস্ত জিনিসকে তাঁর নিজের সাথে পুনর্মিলন করান" (কলসীয় ১:১৯)।

এটা পরিবর্তন হিসাবে পরিত্রাণের বিষয়ে তাদের দৃষ্টিকোণের কারণ যে আজকের অ্যানাব্যপটিষ্ট খ্রীষ্টানরা যুদ্ধে নিয়োজিত হতে অস্বীকার করে। আধুনিক যুদ্ধ সৈনিকদের মিথ্যা বলতে, ঘৃণা করতে এবং ধংস করতে শিক্ষা দেয়। পরিবর্তিত ব্যক্তি এমন কাজ করে না।

শান্তিস্থাপন শান্ত করার মত এক নয়। যীশুর রূপান্তরিত অনুসরণকারী হিসাবে, আমাদের মন্দ এবং অবিচারের জন্য শক্তিসম্পন্নভাবে অথবা অন্য একজনের চেয়ে আরও বেশী যুদ্ধ করতে হবে, কিন্তু আমাদেরতা ভিন্নভাবে করা প্রয়োজন। আমরা প্রেরিত পৌলের সাথে বলতে উদ্ধুদ্ধ হই, "যদিও আমরা জগতে বাস করি, কিন্তু জগত যেমন করে আমরা তেমন যুদ্ধযাত্রা করি না। যে অস্ত্র দিয়ে আমরা যুদ্ধ করি তা এই জগতের অস্ত্র নয়।" (২করিন্থীয় ১০:৩-৪)।

ইতিহাস এবং অভিজ্ঞতা নির্দেশ দেয় যে হিংস্রতা সাধারণত: আরও হিংস্রতার দিকে চালত করে। হিংস্রতা কেবলমাত্র অহিংসা দ্বারা এবং অবিচারকে যা এটাকে প্রেরণা যোগায় তা সংশোধন করার দ্বারা কমান যেতে পারে। সব সময় এবং সমস্ত পরিস্থিতিতে, যীশুর আর্দশ এবং আত্মাকে অনুকরণ করতে আমাদের আহ্বান করা হয়েছে। যীশু সংঘর্ষে মিলন করতে এবং ঈশ্বরের পরিবারে মানুষকে টেনে আনতে কথা, যত্ন নেওয়া এবং অহিংসার কাজ ব্যবহার করেছিলেন, বন্দুক ও বোমা নয়। আমাদের মনোভাব "খ্রীষ্ট যীশুতে যে ভাব ছিল তেমনই হওয়া উচিত" (ফিলিপীয় ২:৫)।

পুনর্মিলন কঠিন কাজ। তা আমাদের জীবন দিতে ইচ্ছুক হওয়ার জন্য আহ্বান করে যেন আমাদের জগতে মানুষরা ঈশ্বরের সাথে, পরস্পরের সাথে, এবং এমনকি তাদের শত্রুদের সাথেও পুনর্মিলিত হয়। কিন্তু পুনর্মিলনের জীবন যাপন করা এবং অন্যকে ঈশ্বরের সাথে এবং পরস্পরের সাথে পুনর্মিলনের সম্পর্কে আনার চেয়ে বড় আনন্দ আর কিছু নাই।

সারাংশে, অ্যানাব্যপটিষ্ট মতবাদের খ্রীষ্টানরা বিশ্বাস করে তাদের আহ্বান করা হয়েছে যেন :

১| ঈশ্বরের সাথে পুনর্মিলন করতে তারা মানুষকে সাহায্য করে।
২| পরস্পরের সাথে পুনর্মিলন করতে তারা মানুষকে সাহায্য করে।
৩| জগতে পুনর্মিলনের জন্য ঈশ্বরের রাজদূত হিসাবে পরিচর্য্যা করে।

পুনর্মিলন তাদের কাজের কেন্দ্রে আছে। আপনি কি একজন অ্যানাব্যপটিষ্ট খ্রীষ্টান?

উপসংহার

খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের অ্যানাব্যপটিষ্ট বোধশক্তির বিষয়ে আমাদের কি চিন্তা করতে হবে? তা থেকে আমরা কি শিখতে পারি? একশত বছর আগে, প্রফেসর রুফাস এম জোন্স্ দাবী করেছিলেন যে "বিবেকের স্বাধীনতা, মন্ডলী ও রাজ্যের পৃথকতা, এবং ধর্মে স্বেচ্ছাকরণ, যেগুলি গণতন্ত্রের জন্য অতি প্রয়োজন, তাদের মহান নীতিগুলি সংস্কারসাধন কালের অ্যানাব্যপটিষ্ট আন্দোলন থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এই সাহসী নেতারা পরিস্কারভাবে এই নীতিগুলি উচ্চারণ করেছিলেন এবং সেগুলি অনুশীলনে অনুসরণ করতে খ্রীষ্টিয় জগতকে উদ্ধুদ্ধ করেছিলেন।"[23]

নীচের বক্তব্যগুলি কি আপনার খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের বোধশক্তির সারাংশ করে? যদি তাই হয়, তবে আপনি একজন অ্যানাব্যপটিষ্ট মতবাদের খ্রীষ্টান!

যীশু আমার বিশ্বাসের কেন্দ্র।

——— আমি যীশুর প্রতি আমার দৃষ্টি স্থির করি যিনি আমার বিশ্বাসের আদিকর্তা ও সিদ্ধিকর্তা।
——— আমি নৈতিক খ্রীষ্ট কেন্দ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করি।
——— আমি খ্রীষ্টধর্মকে শিষ্যত্ব হিসাবে দেখি, এবং দৈনন্দিন জীবনে যীশুকে অনুসরণ করতে অন্বেষণ করি।

সমাজ আমার জীবনের কেন্দ্র।

—— আমি বিশ্বাস করি ক্ষমা সমাজকে সম্ভব করে।
—— আমাদের সময়ের জন্য তাদের প্রয়োগটি দেখতে অন্যদের সাথে আমি শাস্ত্র অধ্যয়ণ করি।
—— আমি নিশ্চয় করি যে মুখোমুখি হওয়া দলগুলি সুস্থসবল মন্ডলীর জন্য প্রয়োজন।

পুনর্মিলন আমার কাজের কেন্দ্র।

—— যীশুতে বিশ্বাসের মাধ্যমে ঈশ্বরের সাথে পুনর্মিলনে সাহায্য করতে আমাকে আহ্বান করা হয়েছে।

——— আমি বিশ্বাস করি যে পুনর্মিলনে সুসমাচার প্রচার ও শান্তিস্থাপন উভয়ই অন্তর্ভূক্ত আছে।

——— আমি সবরকমের অবিচার ও হিংস্রতা প্রত্যাখ্যান করি, এবং যুদ্ধ ও অন্য সংঘর্ষে শান্তিপূর্ণ পরিবর্ত উৎসাহ দিই।

শেষটীকা

1. Jack Trout, *Differentiate or Die* (New York: John Wiley and Sons, 2000).
2. See James C. Collins and Jerry I. Porras, "Building Your Company's Vision," in *Harvard Business Review* (Lewes, Del.: Harvard Business Publishing, September 1996).
3. This alliteration of values is adapted from Grace Davie by Alan Kreider in his book, *The Change of Conversion and the Origin of Christendom* (Eugene, Ore.: Wipf and Stock Publishers, 1999), pp. xiv–xvi.
4. Harold S. Bender, *The Anabaptist Vision* (Scottdale, Pa.: Herald Press, 1944).
5. For a well-researched study of the changes to the process of incorporat-ing new believers into church membership, see *ibid.*, Alan Kreider, *The Change of Conversion*.
6. For a biography of Constantine, see William Smith, ed., *A Dictionary of Christian Biography,* Vol. 1 (New York: AMS Press, 1974), pp. 623-649.
7. For an outline of Augustine's life and theology, see Erwin Fahlbusch, ed., *The Encyclopedia of Christianity,* Vol. 1 (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans Publishing, 1999), pp. 159-165.
8. John D. Roth, *Stories: How Mennonites Came to Be* (Scottdale, Pa.: Herald Press, 2006). See chapter 2 for descriptions of the revolt, reform and renewal of the Reformation.
9. For further understanding on the various streams of Anabaptism, see C. Arnold Snyder, *Anabaptist History and Theology* (Kitchener, Ont.: Pandora Press, 1997).

10. For primary sources related to themes that were important to the Anabaptists, see *Anabaptism in Outline*, edited by Walter Klaassen (Scottdale, Pa.: Herald Press, 1981).
11. Peter Kehler was a colleague in mission. He served in Taiwan from 1959-1975 and 1991-1993.
12. See Klaassen, *Anabaptism in Outline*, pp. 23-24, 72-73, and 140ff.
13. John H. Redekop, *Politics under God* (Scottdale, Pa.: Herald Press, 2007). See especially chapter 6, "What does God require of governments?"
14. From a personal conversation at a Mennonite World Conference meeting in Wichita, Kan., 1978.
15. See Roth, *Stories: How Mennonites Came to Be*, chapter 4.
16. William A. Beckham, *The Second Reformation: Reshaping the Church for the 21st Century* (Houston, Texas: Touch Outreach Ministries, 1998), pp. 25-26.
17. For more on the theology and practice of small groups, see two of my publications, *Called to Care* and *Called to Equip* (Scottdale, Pa.: Herald Press, 1993).
18. See Kreider, *The Change of Conversion*, pp. xiv-xvi.
19. Walter Klaassen, *Living at the End of the Ages* (Lanham, Md.: University Press of America, 1992), chapter 4, "The Age of the Spirit."
20. Hyoung Min Kim, *Sixteenth-century Anabaptist Evangelism* (Ann Arbor, Mich.: ProQuest, 2002).
21. For a contemporary application of how discipleship relates to issues of justice and social action, see Ronald J. Sider, *I Am Not a Social Activist* (Scottdale, Pa.: Herald Press, 2008).
22. Samuel Shoemaker, *How to Become a Christian* (New York, N.Y.: Harper and Row, 1953), p. 71.
23. In *The Recovery of the Anabaptist Vision*, edited by Guy F. Hershberger (Scottdale, Pa.: Herald Press, 1957), pp. 29-30. This volume also includes a wealth of essays on the rise and theology of Anabaptism.

আলোচনার জন্য দৃশ্যগুলি এবং প্রশ্নগুলি

মূল নীতি #১

যীশু আমাদের বিশ্বাসের কেন্দ্র

বিশ্বাসের আদিকর্ত্তা ও সিদ্ধিকর্ত্তা যীশুর প্রতি দৃষ্টি রাখা।

(ইব্রীয় ১২:২)

অনেক খ্রীষ্টানরা গুরুত্ব দেয়ঃ	অ্যানাব্যপটিষ্ট খ্রীষ্টানরা গুরুত্ব দেয়ঃ
১| খ্রীষ্টের মৃত্যু অনেক খ্রীষ্টানরা প্রাথমিকভাবে ঈশ্বরের পবিত্রতা এবং ব্যক্তিগত পরিত্রাণের প্রয়োজনের উপর দৃষ্টি দেয়। তারা জোর দেয় "খ্রীষ্ট মরতে এসেছিলেন" এবং জীবন, শিক্ষা ও যীশুর শক্তিশালী আত্মার কথা বলার উপর কম দৃষ্টিপাত করে। খ্রীষ্টধর্ম প্রাথমিকভাবে ক্ষমা।	**১| খ্রীষ্টের জীবন** অ্যানাব্যপটিষ্ট খ্রীষ্টানরা পবিত্রতা এবং ঈশ্বরের ক্ষমাকারী অনুগ্রহের বিষয়ে দৃঢ়তাসহকারে কথা বলে, কিন্তু জোর দেয় যে "যীশু জীবনযাপন করতে এসেছিলেন"। তিনি যেভাবে জীবনযাপন করেছিলেন তা থেকে তাঁর মৃত্যু আংশিক ফল পেয়েছিল। পুনরুত্থিত প্রভু হিসাবে যীশু জীবনে তাঁকে অনুসরণ করতে আমাদের শক্তিশালী করেন। খ্রীষ্টধর্ম প্রাথমিকভাবে শিষ্যত্ব।
"খ্রীষ্টধর্ম শিষ্যত্ব", এই বক্তব্যটির সাথে কি আপনি একমত?	
২| একটি "সমতল" বাইবেল অনেক খ্রীষ্টানরা তাদের শেষ অধিকাব হিসাবে, যীশুব পরিবর্তে বরং, শাস্ত্র দেখতে ঝুঁকে! দৈনিক জীবনযাপনের জন্য পরিচালনা বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে আসে যা পরিস্থিতিটিতে উপযুক্ত মনে হয়। সমস্ত সিদ্ধান্ত যীশুর শিক্ষা এবং আত্মার সাথে মিল খাওয়ার প্রয়োজন নাই।	**২| একটি "খ্রীষ্ট-কেন্দ্রিক" বাইবেল** অ্যানাব্যপটিষ্ট দৃঢ়তাসহকারে বলে যে যখন সমস্ত শাস্ত্র অনুপ্রাণিত, তখন যীশুই ঈশ্বরের সবচেয়ে পূর্ণ প্রকাশ এবং সিদ্ধান্ত গঠনের জন্য শেষ অধিকাব। যীশু পুরাতন নিয়ম পূর্ণ করেন, এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক নৈতিকতা উভয়ের আদর্শ।
"সমতল" এবং "খ্রীষ্ট-কেন্দ্রিক" বাইবেলের মধ্যে পার্থক্যটি ব্যাখ্যা করুন।	
৩| শেষ অধিকার হিসাবে সরকার অনেক খ্রীষ্টানরা মনে করে যে যেহেতু সরকারী নেতারা ঈশ্বর দ্বারা নিযুক্ত, কাজেই তাদের বাধ্য হওয়া আবশ্যক যদিও তাদের চাহিদা যীশুর শিক্ষার অথবা নির্দেশের বিপরীত।	**৩| শেষ অধিকার হিসাবে যীশু** অ্যানাব্যপটিষ্টরা উপলব্ধি করে যে সরকার ঈশ্বর দ্বারা নিযুক্ত যেন ধর্মনিরূপেক্ষ জগতে জীবন সংরক্ষণ করতে পারে এবং নিয়ম রক্ষা করতে পারে। তাসত্ত্বেও, সরকারের চাহিদা যীশুর প্রভুত্বের উপর কর্তৃত্ব করতে পারে না।
"যীশুই প্রভু", কথাটি বলতে আপনি কি বোঝেন?	

মূল নীতি #২ :
সমাজ আমাদের জীবনের কেন্দ্র

তাহারা প্রতিদিন.....
বাটীতে রুটী ভাঙ্গিয়া উল্লাসে ও হৃদয়ের সরলতায় খাদ্য গ্রহণ করিত,
তাহারা ঈশ্বরের প্রশংসা করিত, এবং সমস্ত লোকের প্রীতির পাত্র হইল।

(প্রেরিত ২:৪৬-৪৭)

অনেক খ্রীষ্টানরা গুরুত্ব দেয়ঃ	অ্যানাব্যপটিষ্ট খ্রীষ্টান গুরুত্ব দেয়ঃ
১| উল্লম্ব ক্ষমা অনেক খ্রীষ্টানরা পরস্পরের কাছ থেকে সমান্তরাল ক্ষমার চেয়ে ঈশ্বরের কাছ থেকে ক্ষমার উপর আরও দৃষ্টিপাত করে। ব্যক্তিগত পরিত্রাণ এবং অনন্তজীবন পাওয়ার জন্য এক উপায় হিসাবে ক্ষমাকে দেখা হয়।	**১| সমান্তরাল ক্ষমা** ঈশ্বরের কাছ থেকে উল্লম্ব ক্ষমা এবং পরস্পরের কাছ থেকে সমান্তরাল ক্ষমা উভয়ই একজন খ্রীষ্টানের প্রয়োজন। ক্ষমা সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং পরস্পরের সাথে শান্তিপূর্ণ সম্পর্কগুলির এক উপায়।
কিভাবে ক্ষমা সমাজের মধ্যে দান করে?	
২| ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা অনেক খ্রীষ্টানরা তাদের নিজেদের বোধশক্তি এবং অভিজ্ঞতা থেকে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে। অন্যদিকে, কেউ কেউ তাদের জন্য শাস্ত্র ব্যাখ্যা করতে প্রায় সম্পূর্ণভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষক অথবা পালকের উপর নির্ভর করে।	**২| সমষ্টিগত ব্যাখ্যা** অ্যানাব্যপটিষ্টরা বিশ্বাস করে যে শাস্ত্রের ব্যক্তি গত অধ্যয়ন দলীয় অধ্যয়নের সাথে যুক্ত করে করা আবশ্যক। দলীয় সদস্যরা যীশুর আত্মায় অন্যের কাছ থেকে পরামর্শ দিতে এবং নিতে নিজেরা অঙ্গীকারবদ্ধ হয়।
আপনার মন্ডলীতে কীভাবে একসাথে বাইবেল অধ্যয়ন করেন?	
৩|উপাসনাগৃহে মিলিত হওয়া অনেক খ্রীষ্টানরা মন্ডলীর প্রাথমিক জিনিস হিসাবে আরাধনাকারী উপাসকমন্ডলীর বিষয়ে চিন্তা করার দিকে ঝুঁকে। প্রায়ই,মন্ডলীকে একটি কাঠামো, একটি প্রতিষ্ঠান, অথবা রবিবার সকালের প্রমোদানুষ্ঠান হিসাবে দেখা যায়।	**৩|ছোট ছোট দলে মিলিত হওয়া** অ্যানাব্যপটিষ্ট খ্রীষ্টানরা মন্ডলীকে একটা পরিবার হিসাবে দেখার দিকে ঝুঁকে। স্বাস্থ্যসম্মত মন্ডলীগুলি প্রায়ই ছোট ছোট দলগুলির নেটওয়ার্ক হিসাবে সংগঠিত যেখানে সদস্যরা একসাথে সহভাগিতা, অধ্যয়ণ, কথা বলা, এবং প্রার্থনা করে।
ছোট মুখোমুখি হওয়া দলগুলি যদি একটা স্বাস্থ্যসম্মত মন্ডলীর জীবনে ভিত্তি হয়, তবে কিভাবে সেগুলি আপনার মন্ডলীতে বৃহত্তম বাস্তবতায় পরিণত হতে পারে?	

মূল নীতি #৩

পুনর্মিলন আমাদের কাজের কেন্দ্র

আর, সকলই ঈশ্বর হইতে হইয়াছে; তিনি খ্রীষ্ট দ্বারা আপনার সহিত আমাদের সম্মিলন করিয়াছেন, এবং সম্মিলনের পরিচর্য্যাপদ আমাদিগকে দিয়াছেন।

(২ করিন্থীয় ৫:১৮)

অনেক খ্রীষ্টানরা গুরুত্ব দেয়ঃ	অ্যানাব্যপটিষ্ট খ্রীষ্টানরা গুরুত্ব দেয়ঃ
১| বিশ্বাস দ্বারা ন্যায্যতা প্রতিপাদন অনেক খ্রীষ্টানরা প্রথমিকভাবে ঈশ্বরের পবিত্রতা এবং খ্রীষ্টের ত্যাগস্বীকারের কাজে বিশ্বাসের মাধ্যমে পবিত্র হওয়ার প্রয়োজনের উপর জোর দেয়। পরিবর্তনের অর্থ পাপ থেকে ক্ষমা পাওয়া এবং স্বর্গ পূর্বনির্ধারিত।	**১| জীবনের রূপান্তরীকরণ** অ্যানাব্যপটিষ্ট খ্রীষ্টানরা ঈশ্বরের প্রেমময় প্রকৃতিতে জোর দিতে ঝুঁকে। তারা মনোভাব এবং কাজে খ্রীষ্টসম হতে-আত্মা দ্বারা রূপান্তরিত হতে ইচ্ছা করে। পরিবর্তনের অর্থ ঈশ্বরের সাথে পুনর্মিলন এবং দৈনন্দিন জীবনে যীশুর মত কাটাতে শক্তি শালী হওয়া।
ঈশ্বরের উভয় প্রকৃতিই সমানভাবের গুরুত্বপূর্ণ। আপনি কোন প্রকৃতির উপর গুরুত্ব দেন?	
২| ব্যক্তিগত পরিত্রাণ অনেক খ্রীষ্টানরা ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে পুনর্মিলনের কথা চিন্তা করতে ঝুঁকে। শান্তিস্থাপন এবং সামাজিক কাজ সুসমাচারের জন্য প্রয়োজনের চেয়ে বরং তা যোগ করা হয়।	**২| পুনর্মিলিত হওয়া জীবনযাপন** অ্যানাব্যপটিষ্ট ব্যক্তিগত এবং সামাজিক উভয় ক্ষেত্রে পুনর্মিলন চিন্তা-করতে ঝুঁকে। পুনর্মিলনের ক্ষেত্রে সুসমাচার প্রচার এবং স্থাপন একসাথে আসে।
মথি ১৮ অধ্যয়ে দেওয়া রূপরেখা অনুযায়ী মধ্যস্থাতার জন্য ধাপগুলি কি কি?	
৩| সেনাবিভাগের পরিচর্য্যা অনেক খ্রীষ্টানরা কর্তৃত্বের বাধ্য হয় এমনকি যদি সেখানে যীশুর শিক্ষা এবং বিবেকের বিরুদ্ধেও কাজ করা প্রয়োজন হয়। কেউ কেউ "পুনরুদ্ধারকারী হিংস্রতায়" এবং কেবল যুদ্ধ তত্ত্বে বিশ্বাস করে। সরকার যখন তাদের সেনাবিভাগের পরিচর্য্যা সম্পাদন করতে বলে, তখন তারা তা করা গ্রহণ করে।	**৩| বিকল্প পরিচর্য্যা** অ্যানাব্যপটিষ্টরা কর্তৃত্বের ততটাই বাধ্য হয় যতটা খ্রীষ্টের প্রতি বাধ্যতায় অনুমতি দেয়। তারা হিংস্রতায় অংশ নিবার আদেশকে অস্বীকার করবে। অবিচারের সংশোধন এবং শত্রুর সাথে পুনর্মিলন করা গুরুত্বপূর্ণ। সেনাবিভাগের পরিচর্য্যার বিকল্প যা সংঘর্ষ মিটমাট করতে অন্বেষণ করে তা কঠোরভাবে উৎসাহিত করা হয়।
সেনাবিভাগের পরিচর্য্যার বিকল্প কয়েকটি শান্তিস্থাপন কি কি?	

For further reading

- BENDER, Harold S., *The Anabaptist Vision* (Scottdale, Pa.: Herald Press, 1944).
- BLOUGH, Neal, *Christ in Our Midst: Incarnation, Church and Discipleship in the Theology of Pilgram Marpeck* (Kitchener, Ont.: Pandora Press, 2007).
- *Confession of Faith in a Mennonite Perspective* (Scottdale, Pa.: Herald Press, 1995).
- DRESCHER, John M., *Why I am a Conscientious Objector* (Morgantown, Pa.: Masthof Press, 2007).
- HERSHBERGER, Guy F., ed., *The Recovery of the Anabaptist Vision* (Scottdale, Pa.: Herald Press, 1957).
- KLAASSEN, Walter, *Anabaptism in Outline* (Scottdale, Pa.: Herald Press, 1981).
- KLAASSEN, Walter, *Anabaptism: Neither Catholic Nor Protestant*, 3rd edition (Kitchener, Ont.: Pandora Press, 2001).
- KREIDER, Alan, *The Change of Conversion and the Origin of Christendom* (Eugene, Ore.: Wipf and Stock Publishers, 1999).
- MURRAY, Stuart, *The Naked Anabaptist: The Bare Essentials of a Radical Faith* (Scottdale, Pa.: Herald Press, 2010).
- NEUFELD, Alfred, *What We Believe Together* (Intercourse, Pa.: Good Books, 2007).
- ROTH, John D., *Stories: How Mennonites Came to Be* (Scottdale, Pa.: Herald Press, 2006).
- SNYDER, C. Arnold, *Anabaptist History and Theology*, revised student edition (Kitchener, Ont.: Pandora Press, 1995).
- SNYDER, C. Arnold, *From Anabaptist Seed* (Kitchener, Ont.: Pandora Press, 1999).

The *Missio Dei* series

No. 1 Calvin E. Shenk, *Understanding Islam: A Christian Reflection on the Faith of our Muslim Neighbors* (2002).

No. 2 James R. Krabill, *Does Your Church "Smell" Like Mission? Reflections on Becoming a Missional Church* (2003).

No. 3 Donna Kampen Entz, *From Kansas To Kenedougou ... And Back Again* (2004).

No. 4 Alan Kreider, *Peace Church, Mission Church: Friends or Foes?* (2004).

No. 5 Peter Graber, *Money and Mission: A Discernment Guide for Congregations* (2004).

No. 6 Craig Pelkey-Landes, *Purpose Driven Mennonites* (2004).

No. 7 James R. Krabill and Stuart W. Showalter, editors, *Students Talk About Service* (2004).

No. 8 Lynda Hollinger-Janzen, *"A New Day in Mission:" Irene Weaver Reflects on Her Century of Ministry* (2005).

No. 9 Delbert Erb and Linda Shelly, *The Patagonia Story: Congregations in Argentina and Illinois Link "Arm-in-Arm" for Mission* (2005).*

No. 10 *Together in Mission: Core Beliefs, Values and Commitments of Mennonite Mission Network* (2006).*

No. 11 James R. Krabill, editor, *What I Learned from the African Church: Twenty-Two Students Reflect on a Life-Changing Experience* (2006).*

No. 12 Ryan Miller and Ann Graham Price, editors, *Together, Sharing All of Christ with All of Creation* (2006).*

No. 13 Michael J. Sherrill, *On Becoming a Missional Church in Japan* (2007).*

No. 14 Alicia Horst and Tim Showalter, editors, *BikeMovement: A Mennonite Young Adult Perspective on Church* (2007).*

No. 15 Jackie Wyse, *Digging for Treasure in Your Own Backyard: Reflections on Missional Experiments in the Netherlands* (2007).*

No. 16 Alan Kreider, *Tongue Screws and Testimony* (2008).*

No. 17 Conrad L. Kanagy, *No Purse, No Bag, No Sandals: A Profile of Mennonite Church Planters, 1990-2005* (2008).*

No. 18 Palmer Becker, *What Is an Anabaptist Christian?* (2008). Revised edition (2010).*

No. 19 M. Daniel Carroll R., *Immigration and the Bible* (2010).*

No. 20 Matthew Krabill and David Stutzman, editors, *New Anabaptist Voices* (2012).*

No. 21 Steve and Sheryl Martin, *For God so Loved Afghanistan: Journal Selections from 16 Years of Family Living in a War-torn Land* (2013).*

No. 22 *Walking Together in Mission: Following God's Call to Reconciliation* (2013).*

No. 23 Nancy Frey and Lynda Hollinger-Janzen, *3-D Gospel in Benin: Beninese Churches Invite Mennonites to Holistic Partnership* (2015).*

*Available in Spanish.

একজন অ্যানাব্যপটিষ্ট খ্রীষ্টান কে ?

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের মানুষরা প্রতিষ্ঠানগত, রাজনৈতিক আপোসমূলক আকারের খ্রীষ্টধর্ম নিয়ে মোহমুক্ত হয়ে পড়েছে। আর যখন তা ঘটে তখন অ্যানাব্যপটিষ্ট এবং অন্যান্য স্বাধীন মন্ডলীর রীতিনীতির বিষয়ে আরও জানতে ইচ্ছুকতা বাড়ে যেখানে নতুন নিয়মের বিশ্বাসের মূলে ফিরে যাবার আহ্বান এসেছে।

এই পুস্তিকাটিতে, পামার বেকার, যিনি সারাজীবন ধরে মেনোনাইটের একজন পালক এবং শিক্ষাবিদ, তিনি অ্যানাব্যপটিষ্ট বোধশক্তিকে তিনটি প্রধান বক্তব্যতে সারাংশ করতে চেষ্টা করেছেন যাদের বলা যায় ঃ (১) যীশু আমাদের বিশ্বাসের কেন্দ্র; (২) সমাজ আমাদের জীবনের কেন্দ্র; এবং (৩) পুনর্মিলন আমাদের কাজের কেন্দ্র

বিস্তৃত খ্রীষ্টিয় পরিবারের মধ্যে ধরে রাখা বিপথগামী দৃষ্টিপাতগুলির সাথে এই সত্যতা সমর্থনিগুলির বিপরীতে বলার দ্বারা, বেকার মহাশয় যীশুর প্রতি এক নতুন দৃষ্টি নিতে, খ্রীষ্টের দেহ গঠন করতে আরও সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত হতে, এবং জগতে ঈশ্বরের পুনর্মিলনের কাজকে আরও আবেগপূর্ণভাবে আলিঙ্গন করতে পাঠকদের উদ্বুদ্ধ করেন।

পামার বেকার গোশেন কলেজ, মেনোনাইট বিবলিকাল সেমিনারি(এখন অ্যানাব্যপটিষ্ট মেনোনাইট বিবসিকাস সেমিনারি), রিজেন্ট কলেজ, এবং ফুলার থিওলজিকাল সেমিনারি থেকে তাঁর শিক্ষা পেয়েছিলেন। তিনি মন্ডলীতে পালক, মন্ডলী স্থাপনকারী, মিশলারী, সম্মেলন কার্যনির্বাহী, লেখক এবং শিক্ষাবিদ হিসাবে সারাজীবন পরিচর্য্যা করেছেন। বেকার ছোট ছোট দলের অনেক কর্মশালা চালনা করেছিলেন, হেস্টন কলেজ পালকীয় পরিচর্য্যার প্রোগ্রামের সভাপতি বিসাবে সেবা কাজ করেছেন এবং ইদানীংকালে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক এলাকায় শিক্ষাদানের কাজ নিয়ে ব্যাপকভাবে যাত্রা করেছেন। তিনি এবং তার স্ত্রী, আর্দিস, অন্টারিওতে ,কিচেনের-এ থাকেন। তাঁরা চারজন বয়স্ক সন্তানের পিতামাতা।

ISBN 978-1-933845-30-2

Together, sharing
all of Christ
with all of creation

Toll-free: 1-866-866-2872
www.MennoniteMission.net

Mennonite Mission Network
The mission agency of Mennonite Church USA